পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 252 Sunday, 11 August, 2024 * ২৯ বর্ষ, ২৫২ সংখ্যা * ২৬ শ্রাবণ ১৪৩১, রবিবার, ১১ আগস্ট, ২০২৪ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

অপরাধীর ফাঁসি হোক
সিবিআই তদন্তেও আপত্তি নেই মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ শুক্রবার দুপুরের ঘটনা। আরজি করে ডাক্তারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যখন পৌঁছয় তখন তিনি ঝাড়গ্রামে। কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে প্রাথমিক ব্রিফিং পাওয়ার পরই যেন স্থবির হয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে সফররত অফিসারদের তিনি বলেন, ''এরকম নৃশংস ঘটনা হতে পারে? মনে হচ্ছে যেন আমার পরিবারের কারও সঙ্গে হয়েছে।'' মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহে এর কিছু পরই মৃত ছাত্রী তথা ডাক্তারের বাবার সঙ্গে তাঁর কথা বলানোর ব্যবস্থা করা হয়। সূত্রের খবর, মৃতের বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে গলা ধরে আসে মমতার। প্রায় কেঁদেই ফেলেন তিনি। সেই সঙ্গে মৃতের বাবাকে বলেন, ''আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই আমার। তবে কথা দিচ্ছি, যে এই জঘন্য কাজ করেছে তাকে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে। তদন্তে কোনও ফাঁক থাকবে না।'' এই ফোন রাখার পরই কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেন, ''আমি ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি তোমাদের। আমি তার মধ্যে অ্যারেস্ট দেখতে চাই। তদন্তে কাউকে যেন আড়াল করা না হয়!'' মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব আঁচ করে আরজি কর কাণ্ডের তদন্তের জন্য তৎক্ষণে হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা দ্রুত তদন্তে নেমে পড়েন। কিন্তু সমস্যা হয়, হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ নিয়ে ও অশান্তি নিয়ে। তার উপর ডাক্তাররা কর্মবিরতি শুরু করে দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, গোটা ঘটনাটিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতরতার সঙ্গে দেখতে হবে। কারণ চিকিৎসকদের অসন্তোষও সঙ্গতও। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা ছিল, কলকাতার বুকে একজন তরুণী চিকিৎসককে হাসপাতালের মধ্যেই এরকম নৃশংস ভাবে খুন করা হলে জুনিয়র ডাক্তাররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেই পারে। তাই এমন কিছু করা ঠিক হবে না যা তাঁদের ভাবাবেগে আঘাত দেয়। বরং এসব সামলেও

তদন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগোতে হবে। সূত্রের খবর, শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত তদন্তের প্রতিটি পর্যায় মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়। এরপর শনিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''প্রয়োজনে অভিযুক্তদের ফাঁসি দেওয়া হবে। তাদের কঠোরতম শাস্তি পাওয়া উচিত।'' আরজি করের ঘটনাকে ন্যক্কারজনক বলে দাবি করে তিনি আরও বলেন, ''আমি মামলাটি ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। সিবিআই তদন্ত হোক বা যে কোনও তদন্ত হোক, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কারণ রাজ্য সরকারের কিছু লুকোনোর নেই। আমাদের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি হাসপাতালের সুপারেরও দায়িত্ব আছে। কোনও দিক থেকে তাঁর গাফিলতি আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখব আমরা।'' হাসপাতালের পড়ুয়ারা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, ধৃত সঞ্জয় রায় হাসপাতালের কেউ না হলেও আরজি কর মেডিক্যালের জরুরি বিভাগ থেকে চারতলা, সর্বত্রই ছিল তার অবাধ যাতায়াত। এই ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও বললেন, ''আমি বুঝতে পারছি না এত বড় সাহস পায় কোথা থেকে। আরজিকর হাসপাতালে নিয়মিত যাতায়াত ছিল অভিযুক্তের।'' তবে অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিল কিনা তা স্পষ্ট জানানো হয়নি পুলিশের তরফে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তোলপাড় সারা দেশের চিকিৎসক সংগঠনে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে সারা দেশের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা আইন লাগু করার দাবি তুলেছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল অর্গানাইজেশন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''প্রথমত, ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক এবং চরম ঘৃণ্য। এটা আমার কাছে ব্যক্তিগত ক্ষতির মতো। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের ক্ষোভ ও দাবি ন্যায্য। আমি তাঁদের প্রতিবাদ সমর্থন করি। পুলিশও তাঁদের দাবি মেনে নিয়েছে। ইতিমধ্যে একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা নিশ্চিত করছি, যে প্রতিবাদকারী চিকিৎসকদের যেন কোনও ধরনের সমস্যা না হয়।'' শনিবার একাধিক চিকিৎসক সংগঠনের তরফে এব্যাপারে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এই দাবির কথা জানানো হয়েছে। চিকিৎসকদের অপর আরেকটি সংগঠন রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মহিলা চিকিৎসকদের শুধু দিনে ডিউটি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে আরজিকরের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে পিজিআইএমইআর-এর চণ্ডীগড়ের চিকিৎসকরা। প্রসঙ্গত, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও প্রকাশ্যে না এলেও পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, মৃত ডাক্তারি ছাত্রীর যৌনাঙ্গ-সহ দেহের বিভিন্ন অংশে অন্তত ১০টি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ছাত্রীর বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতেই খুন ও ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। গ্রেফতারও করা হয়েছে এক অভিযুক্তকে। কিন্তু চিকিৎসক সংগঠনগুলির অভিযোগ, এ ঘটনা রাতারাতি ঘটেনি। দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তায় গলদ ছিল। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, তদন্তে সম্ভাব্য সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আরজিকরের তরফে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে দোষীদের কঠোর শাস্তি ও নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা মেডিক্যাল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ, শিশুমঙ্গল-সহ রাজ্যের একাধিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মবিরতি শুরু করেছেন ডাক্তারি পড়ুয়া ও জুনিয়র চিকিৎসদের একাংশ। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে অভিযুক্তর পরিচয় সম্পর্কে সিপি বিনীত গোয়েল বলেন, ''এখন তার একটাই পরিচয়, সে ক্রিমিনাল।''

আরজি কর হাসপাতালে তুলকালাম
বহিরাগত পড়ুয়াদের ঢুকতে বাধা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ করা হয়েছিল ঘুমের মধ্যেই। তারপর তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়! এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর। সূত্রের খবর এমনটাই। প্রাথমিকভাবে অনুমান, যে সময়ে ওই তরুণীর ওপর হামলা করা হয়েছে তখন তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, তরুণী যে সেমিনার হলে শুয়েছিলেন সেখানে রাত ৩টের কিছু পরে ঢোকে সঞ্জয়। এরপর অন্তত ৪৫ মিনিট পর তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ঢোকার সময়ে তার কানে হেডফোন ছিল, কিন্তু বেরিয়ে আসার সময়ে ছিল না। পরে পুলিশ ওই

ঘুমের মধ্যেই ধর্ষণ, তারপর খুন! আরজিকরের ঘটনায় উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য

হেডফোনের সূত্র ধরেই তাকে গ্রেফতার করেছে। মোটামুটিভাবে স্পষ্ট, রাতের ওই সময়ে যে কেউ গভীর ঘুমের মধ্যেই থাকবে, আর সেই সুযোগেই এই জঘন্য কাজ করেছে সঞ্জয়। সূত্র মারফৎ জানা গেছে, ঘটনার দিন মদ্যপ অবস্থায় ছিল সঞ্জয়। অন্যদিকে, সেমিনার হলে বসে অন্যান্য চিকিৎসক-পড়ুয়াদের সঙ্গে অলিম্পিক্সের ম্যাচ দেখছিলেন ওই তরুণী। তারপর রাতের খাওয়া সেরে সবাই চলে যায় এবং তিনি সেখানেই শুয়ে পড়েন। সেমিনার হলে ঢোকা-বেরনোর দুটো রাস্তা আছে। সামনের দিকের রাস্তার করিডরের সামনেই সঞ্জয়কে দেখে গেছিল সিসিটিভি ফুটেজে। শনিবারই তাকে শিয়ালদহ আদালতে তোলা হয়েছিল এবং বিচারক সঞ্জয়কে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তার ফাঁসির দাবি তুলে আন্দোলনে নেমেছেন পড়ুয়ারা। আরজি করের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে সারা দেশের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা আইন লাগু করার দাবি ইতিমধ্যে তুলেছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল অর্গানাইজেশন। শনিবার এব্যাপারে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এই দাবির কথা জানানো হয়েছে। চিকিৎসকদের অপর আরেকটি সংগঠন রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মহিলা চিকিৎসকদের শুধু দিনে ডিউটি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিও তোলা হয়েছে। এদিকে কলকাতার অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা আরজিকরের ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন। জানা গেছে, শনিবার সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে ধর্নায় বসা আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা তাঁদের রাজনৈতিক দলের ব্যানার নামিয়ে তবেই যোগ দিতে বলেন। এই নিয়েই বাঁধে বচসা। তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় আরজিকর হাসপাতাল চত্বরে। পুলিশ ব্যারিকেড করে বাইরে থেকে আসা ছাত্রদের মেডিক্যাল কলেজের বাইরে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। ধুন্ধুমার বাঁধে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে। সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে মোতায়েন ছিল পুলিশ। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। একদিকে দু-দল ছাত্র, অন্যদিকে পুলিশ। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে আটক করে নিয়ে যায়। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, পুলিশ বেপরোয়াভাবে মারধর করেছে তাঁদের। চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ছাত্রীদের। পুলিশের বিরুদ্ধে নির্বিচারে মারধরের অভিযোগ তুলে আরজি কর হাসপাতালের সামনের রাস্তা অবরোধ করে ছাত্ররা। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ঘটনাস্থলে যান। কলেজের ভিতর ডাক্তারি ছাত্রীকে খুনের ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। পরে আরজিকর হাসপাতাল থেকে শ্যামবাজার মোড় পর্যন্ত মিছিল করে বাম ছাত্র ও যুবরা।

'আইন এনে খুনি ধর্ষকদের এনকাউন্টার করে মারা উচিত'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ 'ধর্ষকের কোনও আলাদা পরিচয় হয় না, সে ধর্ষকই', মন্তব্য তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অভিষেকের কথায়, যে ঘটনা ঘটেছে তা মর্মান্তিক, নারকীয়। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের অবস্থান জানিয়েছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেফতারও হয়েছে। তবে এই ধরনের ঘটনায় আইন করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন অভিষেক। অভিষেক বলেন, ''আমি মনে করি আইনসভায় এমন কঠোর আইন আনা দরকার, যেখানে সাত দিনের মধ্যে খুনি ধর্ষকদের একদম এনকাউন্টার করে মারা উচিত। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি। কেন বছরের পর বছর ট্রায়াল চালাবেন মশাই? এক বছরে ৭৩ হাজার টাকা খরচ। পাঁচ বছর জেলে রাখলে সাড়ে ৩ লাখ টাকা খরচ। কেন?'' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

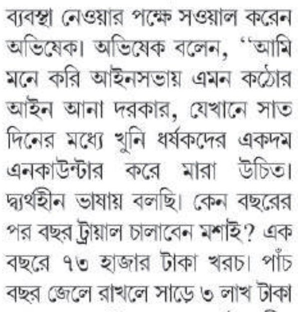

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''আমাদের আইন হাত বেঁধে রেখেছে। এই ধরনের ঘটনা যারা ঘটায় তাদের সমাজে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু দেশের আইন এমন চাইলেও আমরা কিছু করতে পারি না।'' ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ বলেন, ''ট্রায়ালপর্ব থেকে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজা ঘোষণা সময়সাপেক্ষ।'' অভিষেকের কথায়, ''যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে সে ডাক্তার, পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার, খেলোয়াড়, কৃষক নাকি শ্রমিক, ধর্ষকের তো কোনও জাত হয় না। খুনির তো আলাদা পরিচয় নেই। ধর্ষকের তো কোনও জাত হয় না। সে ধর্ষকই। সে আগে ধর্ষক, সে আগে খুনি। তার সমাজে থাকার কোনও অধিকার নেই। দ্রুত ট্রায়াল করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'' অভিষেক বলেন, ''প্রতিটা ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করার কারণ কী?'' তাঁর কথায়, একাধিক রাজনৈতিক দল পতাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, ''আইনসভায় সংশোধন করে হয় অর্ডিন্যান্স আনুক। ৬ মাস পর অ্যামেন্ডমেন্ট করে বিল আনুন। যাতে অন্তত ১ মাসের মধ্যে ব্যবস্থা হয়।''

কাশ্মীরে ফের জঙ্গি গুলিতে জখম ২ জওয়ান, লড়াই চলছে, কাঠুয়া পুলিশ ৪ জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করল

শ্রীনগর, ১০ আগস্টঃ ফের জঙ্গি-নিরাপত্তারক্ষী গুলির লড়াই কাশ্মীরে। শনিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগের আহলান এলাকায় এই সংঘর্ষ বাধে। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, এখনও দুপক্ষে মাঝেমধ্যেই গুলি বিনিময় চলছে। ঘটনায় জখম হয়েছেন ২ জওয়ান। পদস্থ পুলিশ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদ এক একজনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। খোঁজ দেওয়া ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখবে পুলিশ। পাহাড়ি এলাকার মাটির ঘরে তাদের দেখা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। কাঠুয়া পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদের জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৮ জুলাই কাঠুয়ায় জঙ্গি হামলায়

সংস্থা জিএনএস জানিয়েছে, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আহলানের ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে। তখনই জঙ্গলের ভিতর থেকে বাহিনীকে দেখে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। এদিকে, শনিবারই জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ কাঠুয়া জেলার পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়ে থাকা চার জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করেছে। তাদের সম্পর্কে খোঁজ দিতে পারলে চার সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়। জখম হন আরও ৬ জওয়ান। গত কিছুকাল ধরেই কাশ্মীর ছেড়ে জম্মু এলাকায় জঙ্গি তৎপরতা বেড়ে উঠেছে। যাতে বেশ কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু হয়। গত ৯ জুন রিয়াসিতে জঙ্গি হানায় ১১ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। ১৫ জুলাই ডোডার ডেসা জঙ্গলে আরেকটি ঘটনায় এক ক্যাপ্টেন সহ চার সেনার মৃত্যু হয়।

দিল্লিতে প্রবল বৃষ্টিতে বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর আশঙ্কা, চাপা পড়ে বহু, জনজীবন বিপর্যস্ত

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ প্রবল বৃষ্টিতে রাজধানী দিল্লির জনজীবন লন্ডভন্ড। ভারী বর্ষণের জেরে দিল্লির মডেল টাউনে শনিবার একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে একজনের মৃত্যুর আশঙ্কা। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন বহু। অন্য আরেকটি ঘটনায় ময়ূর বিহার এলাকায় একটি আবাসনের একতলায় শর্ট সার্কিট থেকে আগুন এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিতে শহরে বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। রাস্তাঘাটে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বারকায় একটি স্কুলের পাঁচিলের উপর গাছ ভেঙে পড়লে পাঁচিল চাপা পড়ে জখম হয়েছেন দুজন। বাবা হরিদাস নগরে পুর বিদ্যালয়ের ধারে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ধরে যায়। মডেল টাউনের মহেন্দ্রু এনক্লেভ এদিন বৃষ্টিতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দুজনকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দিল্লির দমকল বিভাগ জানিয়েছে, আরও বেশ কয়েকজনের ভিতরে আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। গতকাল ও আজ দিল্লি ও সন্নিহিত এনসিআর গাছটি শিকড় থেকে উপড়ে পাঁচিলের উপর পড়ে যায়। আবহাওয়া দফতর দিল্লির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। পূর্ব দিল্লি, দক্ষিণপূর্ব দিল্লি এবং মধ্য দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবে রয়েছে। দিল্লি বিমানবন্দরের কারগো এলাকা জলে থইথই করছে। হরিয়ানাতেও ব্যাপক বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

এবার মহিলা ডাক্তারকে হেনস্থা ভাতার হাসপাতালে
অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১০ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের ছায়া এবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে! শুক্রবার মধ্যরাতে মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থার অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনার সময় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার মদ্যপ ছিল বলে জানা গেছে। এই ঘটনা সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা। শনিবার ভাতার থানায় বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। ঘটনার খবর শুনেই শনিবার ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যান জেলার উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) সুবর্ণ গোস্বামী। তিনি এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সংঘমিত্রা ভৌমিক ওই মহিলা চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে ভাতার থানার ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাত প্রায় ২.১৫ নাগাদ। ওইসময় হাসপাতালে কর্তব্যরত ছিলেন ওই শিশু বিশেষজ্ঞ। শুক্রবার বিকেল থেকেই বর্ধমান কাটোয়া সড়কে পুণ্যার্থীদের প্রচুর ভিড় ছিল। কাটোয়া থেকে গঙ্গাজল নিয়ে হাজার হাজার পুণ্যার্থী বর্ধমানেশ্বর মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন। প্রচুর বাইক ও বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করছিল। রাতে ভাতার এলাকায় একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটে। ওই মহিলা চিকিৎসক বলেন,

''রাতে তখন দুর্ঘটনাগ্রস্থ রোগীদের ভিড় ছিল। তাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তখন সুশান্ত রায় নামে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার আসে। তার পেটে অস্বস্তি ও মাথা ঘুরছিল বলে জানিয়েছিল। আমি ওই ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম। তবুও ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার আমার সাথে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। আমাকে হুমকি দিয়ে বলতে থাকেন, আরজি করে কি হয়েছে জানেন তো?'' জেলার উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, ''আরজি করে কী হয়েছে আমরা সবাই জানি। ওই ঘটনা নিয়ে সারা দেশ উত্তাল। বিভিন্ন রাজ্যে চিকিৎসকরা এই ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করছেন। এই আবহে ভাতারে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার মদ্যপ অবস্থায় আমাদের এক মহিলা চিকিৎসকের উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেছে। আরজি করের মতো ঘটনা ঘটানোর হুমকি দিয়েছে। আমরা অবিলম্বে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতারের দাবি করেছি। হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।'' অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতারের দাবিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা পোস্টার নিয়ে ভাতার থানায় যান। তারপর সুবর্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশ আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভ ওঠে। বিকেলে জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সুশান্ত রায়কে ভাতার থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আগামীকাল তাকে আদালতে পেশ করা হবে।

আবার ভারতের বন্ধু হতে চাইছে মলদ্বীপ?
প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিদেশমন্ত্রীর

মালে, ১০ আগস্টঃ দীর্ঘ বিরোধের পর অবশেষে গলছে বরফ? ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ কমছে মলদ্বীপের? অন্তত এমনটাই ইঙ্গিত মিলছে বিদেশমন্ত্রীর সফরে। আজ, শনিবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দেখা করেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে। জানা গিয়েছে, দুই নেতার মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনদিনের মলদ্বীপ সফরে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুক্রবারই মালে-তে পৌঁছন বিদেশমন্ত্রী। আগামিকাল, রবিবার এই সফর শেষ হবে। আজ, শনিবারই মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে দেখা করেন বিদেশমন্ত্রী। সাক্ষাতের পর তিনি অবমাননাকর মন্তব্য করেন। এরপরই দুই দেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়। মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুও চিনপন্থী হিসাবেই পরিচিত। তিনি ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই ভারত বিরোধী প্রচার করেছেন। প্রেসিডেন্ট পদে বসতেই মলদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান। সেই দাবি মতো সেনা প্রত্যাহার করে নেয় ভারত সরকারও। এদিকে, দুই দেশের এই বিরোধের জেরেই ভারত থেকে 'বয়কট মলদ্বীপ'-র ডাক দেওয়া হয়। ভারতের এই বয়কটে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মলদ্বীপের পর্যটন শিল্প, যা দেশের অন্যতম উৎপাদনের রাস্তা। আর্থিক

এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, 'প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। প্রধানমন্ত্রী মোদির শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছি। দুই দেশের জনগণ ও সমগ্র অঞ্চলের উন্নতির জন্য ভারত ও মলদ্বীপের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।' প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতেই ভারত ও মলদ্বীপের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লাক্ষাদ্বীপ সফরে যাওয়ার পরই মলদ্বীপের তিনজন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ও ভারতকে নিয়ে ক্ষতির মুখে পড়েই এখন মলদ্বীপ ভারতের প্রতি সুর নরম করছে বলে ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে খবর। জুন মাসে মোদি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। এই পরিস্থিতিতে জয়শঙ্করের তিন দিনের মলদ্বীপ সফর কৌশলগত দিক থেকে নতুন গুরুত্ব পেয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, তাঁর এই সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনার পাশাপাশি দু'দেশের স্বার্থের দিকগুলি চিহ্নিত করা হবে। বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তিও সই হতে পারে।

আরজি করের হস্টেলের জন্য জমি দেবে নবান্ন, নিহত পড়ুয়ার স্মৃতিতে ফ্লোর!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ আরজি কর পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল নবান্নে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই বৈঠক হয় বলে খবর। এদিন নবান্নে আরজি কর হাসপাতালের পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের সিপি বিনীত গোয়েল, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ

নিগম-সহ বেশ কয়েকজন সরকারি উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোতে আরজি কর হাসপাতালের হস্টেলের জন্য জমি দেবে নবান্ন। সেখানে তৈরি হবে বিল্ডিং। ওই বিল্ডিংয়ের একটা ফ্লোর নির্যাতিতা ডাক্তার ছাত্রীর স্মৃতিতে করা হবে। তবে যেহেতু নির্যাতিতার নাম সামনে আনা সম্ভব নয়, তাই কী নামে হবে সেটা আলোচনা করে ঠিক হবে। এদিন অন্যান্য সরকারি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। সূত্রের খবর হাসপাতালের প্রতিটা ইন ও আউট গেটে সিসিটিভি বাড়ানো হবে। হাসপাতালের প্রতি গেটের নিরাপত্তা বাড়ানো হবে। হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজন মত সিসিটিভিও বাড়ানো হবে বলে খবর।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নির্মলা, অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর রাখলেন আস্থা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর আস্থা রেখেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস শনিবার দিল্লিতে আরবিআই-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশক মণ্ডলীর সঙ্গে বৈঠক করেন।এই বৈঠকেই নির্মলা সীতারমন বলেছেন, আপনাদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ এসেছে, সংসদে বিদেশমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন এবং আমাদের সীমান্ত নিরাপদ রয়েছে, তা নিশ্চিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। নির্মলা বলেছেন, আমি আশা করি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শীঘ্রই বিষয়টির নিষ্পত্তি করবে যাতে বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে রফতানিও বেড়েছে এবং আমি এটাও জানি যে, নিম্ন আয়ের দেশগুলির প্রতি আমাদের শুল্ক ও কোটা উদারপন্থার কারণে, তাঁরা ভারতেও রফতানি করতে পারে।

ব্যাঙ্কগুলিই ডিপোজিট ও ইন্টারেস্ট রেট ঠিক করে, জানিয়ে দিলেন আরবিআই গভর্নর

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ ব্যাঙ্কগুলিই ডিপোজিট রেট ও ইন্টারেস্ট রেট ঠিক করে। জানিয়ে দিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তিনি বলেছেন, ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের আমানতের হার ঠিক করে এবং তাঁরা নিজেদের সুদের হার ঠিক করে। পরিস্থিতির অবস্থান ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে পরিবর্তিত হতে পারে। আমি মনে করি আমাদের প্রকৃত সুদের হার খুব বেশি অস্থির ছিল না, মোটামুটি স্থিতিশীল।রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, ব্যাঙ্কগুলিকে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নে ইতিবাচকভাবে কাজ করতে হবে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস শনিবার দিল্লিতে আরবিআই-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশক মণ্ডলীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই আরবিআই গভর্নর এই মন্তব্য করেন।

অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত

কলকাতা,১০ আগস্টঃরাজ্য সরকার সুন্দরবন ভ্রমনের জন্যে ফি বাবদ পর্যটকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বন দপ্তরের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় পর্যটকদের পাশাপাশি বোট মালিকদের কাছ থেকেও আগামী মাস থেকে বাড়তি টাকা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এতদিন সু ন্দরবন ভ্রমনে আসা পর্যটকদের জন্যে মাথাপিছু প্রবেশ মূল্যের হার ১২০ টাকা থেকে বা।ড়িয়ে ১৮০ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে টাইগার রিজার্ভ এলাকায় ভ্রমন করতে গেলে এখন থেকে পর্যটকদের এক হাজার এবং বোটের রেজিস্ট্রেশন ফি দে। হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও গাইডদের জন্যে প্রতিদিনের খরচ ৬০০ টাকা বাড়িয়ে ৮০০ টাকা করার কথা বলা হয়েছে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পড়ুয়াদের জন্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে। উল্লেখ্য আট বছর পরে সুন্দরবনে পর্যটকদের জন্যে ফি বৃদ্ধি করা হল।

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনায় কেবলমাত্র উন্নত মানের ওষুধই জনৌষধি কেন্দ্রগুলি মারফৎ সরবরাহ

নতুনদিল্লি,(পিআইবি) ১০ অগাষ্টঃ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনায় উন্নতমানের ওষুধই জনৌষধি কেন্দ্রগুলি থেকে পাওয়া যায়। এইসমস্ত ওষুধগুলি যে সমস্ত সরবরাহকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে নেওয়া হয়, তাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা (ডব্লুএইচও-জিএমপি)-র শংসাপত্র রয়েছে। গুদাম থেকে প্রতিটি ব্যাচের ওষুধ সংগ্রহের পর তা (এনএবিএল) স্বীকৃত পরীক্ষাগারগুলি থেকে যাচাই করা হয়। গুণগতমান উত্তীর্ণ হওয়ার পরই সেগুলি জনৌষধি কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো হয়। যে সমস্ত ব্যাচের ওষুধ নির্ধারিত গুণমান অর্জনে ব্যর্থ হয়, সেগুলিকে আবার সরবরাহকারীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। কেবলমাত্র উন্নতমানের ওষুধগুলি জনৌষধি কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা হয়।প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনার রূপায়ণকারী সংস্থা পিএমবিআই। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা এবং জনৌষধি জেনেরিক ওধুষগুলি সম্বন্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সংবাদপত্র রেডিও, টেলিভিশন এবং সিনেমায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও, বাস, অটো প্রভৃতি যানবাহনের গায়ে মোড়ক হিসেবে এবং রাস্তায় হোডিং-এর মাধ্যমে এই বিজ্ঞাপনকে তুলে ধরা হয়।সামাজিক মাধ্যম, ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব প্রভৃতির মাধ্যমেও নিয়মিতভাবে এই বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয়ে থাকে।এছাড়াও, পিএমবিআই সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে এবং জনৌষধি জেনেরিক ওষুধ সম্পর্কে জনসচেতনা গড়তে প্রতি বছর ৭ মার্চ জনৌষধি দিবস উদযাপন করা হয়। আজাদি কা অমৃত মহোসব, জাতীয় ঐক্য দিবসে বিভিন্ন রকম ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারে ওই বিষয় সম্বেন্ধে আলোচনা করা হয়। ঙ্জনৌষধি কেন্দ্রগুলি থেকে বিক্রির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। ২০১৪ সালে বিক্রির পরিমাণ ছিল ৭.২৯ কোটি টাকা। ২০২৪-এর জুলাই-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৭০ কোটি টাকা। জনৌষধি কেন্দ্রগুলির সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালে এর সংখ্যা ছিল ৮০টি। ২০২৪-এর জুলাই মাসের শেষে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩১১৩। গত ১০ বছরে জনৌষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ওষুধ বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৬০০ কোটি টাকা। এই কেন্দ্রগুলি থেকে ওষুধ কেনার মাধ্যমে ক্রেতারা ৩০ হাজার কোটি টাকা আনুমানিক সাশ্রয় করতে পেরেছেন। ঙ্৩১-০৭-২০২৪ পর্যন্ত তপশিলি জাতি ও আদিবাসী অধ্যুষিত উচ্চাকাঙ্খী জেলাগুলিতে ৯১২টি জনৌষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রী শ্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবেঃমনীশ সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ জামিনে মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বেরিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। শনিবার দিল্লিতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় সিসোদিয়া বলেছেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লা।তে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।মনীশ সিসোদিয়া বলেছেন, এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। ভাববেন না যে এখন তো আম আদমি পার্টির নেতা-কর্মীরা জেলে। আগামীকাল আপনাদের পালাও আসবে, আমি ইন্ডি জোটের সহকর্মীদেরও বলতে চাই, আমাদের দেশের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। আজ আমি এই মঞ্চ থেকে বলছি, দেশের পুরো বিরোধী দলের নেতাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে গর্জন করতে হবে। এখন দেশের পরিবেশ এমন যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালজি ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন...আমদের ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে লড়তে হবে।

গুজরাটে তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিলেন নাড্ডা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

রাজকোট, ১০ আগস্ট ঃ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে শনিবার গুজরাটের রাজকোটে তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল-সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ। তিরঙ্গা যাত্রা-য় অংশ নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করেছেন নাড্ডা।।বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা এদিন বলেছেন, গুজরাটের পবিত্র ভূমিকে প্রণাম করছি আমি, গুজরাট সন্ত ও সমাজ সংস্কারকদের ভূমি...এখন যখন আমরা 'তিরঙ্গা যাত্রা'-য় রওনা হলাম, তাই স্বাধীনতার সময়কাল মনে পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর অবদানকে দেশ কখনও ভুলতে পারবে না, যিনি স্বাধীনতা অর্জনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন, এটা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় যে মহাত্মা গান্ধীর সংযোগও ছিল এই রাজ্যের ভূমির সঙ্গে। আমরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদানকেও ভুলতে পারি না।বক্তব্য শেষে তিরঙ্গা যাত্রা-র শুভ সূচনা করেন নাড্ডা, সেই পদযাত্রায় নাড্ডা, ভূপেন্দ্র প্যাটেল-সহ অসংখ্য মানুষ সামিল হন।

ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,১০ আগস্টঃমেঃভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধানত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ?

ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় অবদান রাখার ও শরিক হওয়ার অজস্র উপায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের সামনে রয়েছেঃরাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি,(পিআইবি),১০ আগস্টঃ তাঁর নিউজিল্যান্ড সফরের শেষ দিনে অকল্যান্ডে ভারতীয় হাইকমিশন আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়ান এবং সাংসদ শ্রী সৌমিত্র খাঁ ও শ্রী যুগল কিশোর উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিউজিল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু প্রবাসী ভারতীয় অকল্যান্ডে এসেছিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের প্রশংসা করে বলেন, নিউজিল্যান্ডের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে প্রবাসী ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ব্যবসা থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা থেকে প্রযুক্তি - সব ক্ষেত্রেই তাঁদের অবদান অমূল্য।প্রবাসী ভারতীয়দের ভূয়সী প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, তাঁদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম ও সৃজনশীল চেতনার কোনো তুলনা নেই। এইসব গুণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের পথ দেখিয়েছে, ভবিষ্যতেও এগুলি আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। ভারত ও নিউজিল্যান্ডের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দ্রুত অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দলের সফর ও আদানপ্রদান দুদেশের মধ্যে বোঝাপড়াকে আরও সুদৃঢ় করেছে এবং সহযোগিতার নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের সরকার ও অধিবাসীদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, তাঁদের অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাদরে গ্রহণ করার মানসিকতার জন্যই ভারতীয় সম্প্রদায় এতটা উন্নতি করতে পেরেছে। রাষ্ট্রপতি জানান, অকল্যান্ডের প্রবাসী ভারতীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ভারত খুব শীঘ্রই অকল্যান্ডে একটি বাণিজ্য দূতাবাস খুলতে চলেছে। ভারত ও নিউজিল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।ঙ্রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয়দের উন্নত ভারত গঠনের যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে দেখা হয়। ভারতের অগ্রগতিতে প্রবাসী ভারতীয়দের দক্ষতা, বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। অনুষ্ঠানের পর রাষ্ট্রপতি তাঁর ত্রিদেশীয় সফরের শেষ পর্বে তিমোর-লেস্তের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

ত্রিদেশীয় সফরের অন্তিম পর্যায়, তিমুর লেস্তে উষ্ণ অভিবাদন রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে

দিলি, ১০ আগস্ট ঃত্রিদেশীয় সফরের শেষ পর্যায়ে শনিবার তিমুর লেস্তের রাজধানী শহর দিলিতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই প্রথম ভারতের কোনও রাষ্ট্রপতি তিমুর লেস্তে গেলেন, বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে উষ্ণ অভিবাদন জানানো হয়।তিমুর লেস্তে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। সেখানে তিনি ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন। এর আগে ত্রিদেশীয় সফরের শুরুতে ফিজি-তে রাষ্ট্রপতি, এরপর তিনি যান নিউজিল্যান্ডে। শেষ পর্যায়ে গিয়েছিলেন তিমুর লেস্তে। সেখানে দিয়ে অন্যদিকে দিলিতে তিমুর-লেস্তের রাষ্ট্রপতি হোসে রামোস-হোর্তা শনিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার গ্র্যান্ড-কলার অফ দ্য অর্ডার অফ তিমুর-লেস্তে ভূষিত করেছেন। জনসেবা এবং শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার। এই সম্মান পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, এই সম্মান ভারত এবং তিমুর-লেস্তের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের প্রতিফলন।

জেলমুক্তির পর হনুমান মন্দিরে পুজো দিলেন সিসোদিয়া, কেজরিওয়ালের মুক্তি নিয়েও আশাবাদী

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ দীর্ঘ ১৭-মাস পর জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর শনিবারই তিহার জেল থেকে বেরিয়েছেন সিসোদিয়া, আর শনিবার সকালে দিল্লির কনৌট প্লেসের হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়েছেন সিসোদিয়া। সঙ্গে ছিলেন দলের নেতা সৌরভ ভরদ্বাজও।হনুমান মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সিসোদিয়া বলেছেন, বজরং বলি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ওপরও বজরং বলির আশীর্বাদ রয়েছে, দেখবেন কেজরিওয়ালজিও এভাবে আশীর্বাদ পাবেন। সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, আম আদমি পার্টির ওপর যখনই কোনও সংকট এসেছে, হনুমানজি উদ্ধার করেছেন। তাই আমরা হনুমানজির আশীর্বাদ নিতে এখানে এসেছি।

কলকাতা পুরসভার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি মোকাবিলার উদ্যোগ

কলকাতা,১০আগস্টঃবর্ষার শুরুতেই ডেঙ্গির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে কলকাতা পৌরসভা। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশা মারার তেল স্প্রে করার পাশাপাশি পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন কোন বাড়িতে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে শনিবার সকাল থেকে কলকাতা পৌরসভার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণী সহ বিভিন্ন জায়গায় মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়। কোথাও টবে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারো জ্বর হয়েছে কিনা তারও খোঁজ নেন। পুর কর্মীদের এই কাজে সহযোগিতা করেন স্থানীয় সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যকর্মীরা মাইক প্রচারের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে ডেঙ্গি নিয়ে নানা সচেতনতামূলক পরামর্শ দেন।

পোর্ট ব্লেয়ারে জরুরি-ভিত্তিতে ফিলিপিন্সের জখম নাবিককে উদ্ধার করল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী

নয়াদিল্লি,(পিআই্বি),১০ আগস্টঃভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী (আইসিজি) এক জরুরি অভিযান চালিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের মার্শাল দ্বীপ থেকেগত ৯ অগাস্ট, ২০২৪ তারিখ সকালে ফিলিপিন্সের জাহাজ অলিম্পিয়া জিআর থেকে ৩৯ বছর বয়সী এক জখম নাবিককে উদ্ধার করেছে। জাহাজটি হলদিয়া হয়ে ইংদোনেশিয়া যাওয়ার পথে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থান করছিল। এই সময় জাহাজের ইঞ্জিন রুমে কাজ করতে গিয়ে বাম হাতের বুে৷ আঙুলে চোট পান ঐ নাবিক। জরুরি চিকিসার জন্য ৮ অগাস্ট, ২০২৪ তারিখে বিকেল ৪টে ৮ মিনিট নাগাদ জাহাজটি পোর্ট ব্লেয়ারের মেরিটাইম রেসকিউ কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এমআরসিসি)-এর দিকে এগোতে থাকে এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করে।খবর পেয়েই তপর হয়ে ওঠে পোর্ট ব্লেয়ারের এমআরসিসি। সতর্ক করা হয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ ও হেলিকপ্টারকে। সেইসঙ্গে, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ সি-৪২৮'কে নিযুক্ত করা হয়। এই জাহাজটি অলিম্পিয়া জিআর থেকে আহত ঐ নাবিককে উদ্ধার করে পোর্ট ব্লেয়ারে নিয়ে আসে। এরপর, তাঁকে পোর্ট ব্লেয়ারের জি বি পন্থ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

পকসোর জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট

নতুন দিল্লি, (পিআইবি) ১০ আগস্টঃ ফৌজদারি বিধি সংশোধনী আইন ২০১৮ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ কোর্ট স্থাপনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে পকসোর অধীনে থাকা মামলাগুলি বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে এই কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে পকসোর আওতায় থাকা মামলাগুলি সময়নির্দিষ্ট দ্রুত বিচার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য কার্যকর করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়। বর্তমানে এটি ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এর জন্য মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯৫২.২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে নির্ভয়া তহবিল থেকে এসেছে ১২০৭.২৪ কোটি টাকা। তহবিলের অর্থ মঞ্জুর করা হচ্ছে সিএসএস-এর ভিত্তিতে (৬০ঃ৪০, ৯০ঃ১০)। এই অর্থে একজন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক এবং ৭ জন সহায়ক কর্মীর বেতন দেওয়া হয়। এছাড়া প্রাত্যহিক খরচ মেটানোর জন্য একটি নমনীয় অনুদানও দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে চালু থাকা ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ কোর্টের জন্য যে খরচ হয়, কেন্দ্র তা মিটিয়ে দেয়। কোর্টের সংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে এই অর্থ ভাগ হয়। প্রকল্পের সূচনা থেকে প্রতি বছর এই বাবদ কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার মধ্যে কত টাকা দিয়েছে তা নীচে দেখানো হলো -কোটি টাকায় আর্থিক বছর বাজেট বরাদ্দ

অর্থ মঞ্জুরঃ২০১৯-২০ ১৪০.০০ ১৪০.০০ঃ২০২০-২১ ১৬০.০০ ৬০.০০ঃ২০২১-২২ ১৮০.০০ ১৩৪.৫৫ঃ২০২২-২৩ ২০০.০০ ২০০.০০ঃ২০২৩-২৪ ২০০.০০ ২০০.০০ঃ২০২৪-২৫ ২০০.০০ ৮২.৭৮ (এপর্যন্ত)ঃ মোট১০৮০.০০৯১৭.৩৩ঃ২০২১-২২ সালে কোভিডের জন্য এবং নতুন অর্থ মঞ্জুর ব্যবস্থার সঙ্গে রাজ্যগুলির পরিচিত হতে সময় লাগার কারণে কম অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল।চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত হাইকোর্টগুলি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৩০টি রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ৭৫৫টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু রয়েছে। এর মধ্যে ৪১০টি হলো পকসো আদালত। এগুলির মাধ্যমে ২ লক্ষ ৫৩ হাজারেরও বেশি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল এই তথ্য জানিয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৫ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ১০ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৬ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ৬ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ হাবান, আসামঃ২৫ শাওন, মুসলিমঃ৪-সফর-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ১৪ঃ৩০ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ০৮ঃ২২।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৩৮(১০) এবং অস্তঃরাত্রি ০৯ঃ৩৪ঃ২৭(১০)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃষষ্ঠী (নন্দা) সকাল ঘ ০১ঃ২৮ঃ৫৬ দং ৫০৩৪৫৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃচিত্রা সকাল ঘ ০৩ঃ০০ঃ৪৪ দং ৫৪২৪২৫ পর্যন্ত পরে স্বাতীকরণঃকৌলব দুপুর ঘ ০১ঃ৩১ঃ৪২ দং ১৮১২৪৭.৫ পর্যন্ত পরে তৈতিল সকাল ঘ ০১ঃ২৮ঃ৫৬ দং ৫০৩৪৫৫ পর্যন্ত পরে গরযোগঃসাধ্য দুপুর ঘ ০২ঃ৩৫ঃ০২ দং ২০৫১৭.৫ পর্যন্ত পরে শুভঅমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩২ঃ৩৩ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ৫৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ২১ঃ৪১ থেকে - ১০ঃ৩৪ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৩ঃ৪৪ থেকে - ০১ঃ৩২ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ১৬ঃ৫৭ থেকে - ০৩ঃ৪৫ঃ৪৬ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ০৬ঃ১১ থেকে - ০৬ঃ৫৭ঃ৪৬ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ০৮ঃ২৭ থেকে - ০৬ঃ৫২ঃ৫২ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৮ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ৫৪ঃ৫৯ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৫ঃ১৪ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩১ঃ৪৩ থেকে - ০৬ঃ০৮ঃ২৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৬ঃ০৮ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৩১ঃ৪৩ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫১ঃ১৯ থেকে - ০৫ঃ১৪ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩২৩৫৭১০ (৯) ৩ পদচন্দ্রঃ ৬৬৩৬১৬ (১৪) ৪ পদমঙ্গলঃ১১৭২৮১২ (৪) ৩ পদবুধঃ৩২৭৪৪৪৪ (৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২২৪৩৪৪ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৪১২৪১৯ (১০) ৪ পদশনিঃ১০২০৪৯২২ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৭৯৪৫ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৭৯৪৫ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ৩৯ঃ৪৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ৫১ঃ০৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ০১ঃ১৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ২৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ১০ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ৩৬ঃ২৮ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৬ঃ২৩ঃ২১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৬ঃ৪৪ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ২৭ঃ৪৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ০৮ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০৬ঃ৪৬ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ২০ঃ০৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতকরা এবং ৭৬ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ১৩ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৫মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ নতুন গৃহনির্মাণের জন্য আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।

বৃষ রাশিঃ বিবাহের যোগ হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ হতে পারে।

মিথুন রাশিঃভাইবোনদের প্রতি কর্তব্য করলেও তাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার আশার করবেন না।

কর্কট রাশি ঃব্যবসায়ীদের পূর্বের পাওনা অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা

সিংহ রাশি ঃকন্যা-সন্তানের বিবাহ ঠিক করার আগে ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে নেবেন।

কন্যা রাশিঃ অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের শরীর এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না।।

তুলারাশিঃবিদ্যার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসতে পারে। জলপথে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। উন্নতি হবে আজ

বৃশ্চিক রাশিঃ সন্তানদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সমস্যা আসতে পারে। এর ফলে পড়াশোনা বিঘ্নিত হতে পারে।।

ধনু রাশি ঃএতে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। বয়স্করা পূজাপাঠের মাধ্যমে শান্তিলাভ করতে পারবেন। অর্থ ব্যয়

মকর রাশিঃ বাড়িতে অতিথি আসবে

কুম্ভ রাশি ঃপরিবারের অন্যায় আবদার সবসময় মেনে নেবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য জাতকের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে।শুভ দিন।

মীন রাশিঃ সামাজিক কাজের মাধ্যমে আপনার মান ও যশ বৃদ্ধি পোবে।

বিধাননগর পৌর নিগমের নিকাশী নালার একি হাল

কলকাতা, ১০ আগস্টঃ নিকাশী নালার কঙ্কালসার চেহারা দেখে মুখ লুকাচ্ছে স্মার্ট সিটির বাসিন্দারা।বিধান নগর পৌর নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ড হাতিয়ারা সারদা পল্লীতে জমা জল সড়ানো যায়নি এখনো যার জেরে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। শুধু তাই নয় এই সারদা পল্লীতে রয়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র জমা জলের কারণে রোগীদের প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় বিরোধীদলের একমাত্র কাউন্সিলর গীতা সরদারের স্বামীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মহিলারা। স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘদিন ধরে পৌরমাতার কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলেও হয়নি সুরাহা। আজ সকাল থেকেই হাতিয়াড়া রোডে বাঁশ দিয়ে আটকে অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। তাদের আরো অভিযোগ শুধুমাত্র ভোটের সময় দেখতে পান এলাকার কাউন্সিলর কে পরবর্তী সময়ে তিনি এলাকায় আসেন না মানুষের অসুবিধার কথাও তিনি শোনেন না।

কলকাতা পুরসভার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি মোকাবিলার উদ্যোগ

কলকাতা, ১০ আগস্টঃ বর্ষার শুরুতেই ডেঙ্গির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে কলকাতা পৌরসভা। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশা মারার তেল স্প্রে করার পাশাপাশি পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন কোন বাড়িতে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে শনিবার সকাল থেকে কলকাতা পৌরসভার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণী সহ বিভিন্ন জায়গায় মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়। কোথাও টবে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারো জ্বর হয়েছে কিনা তারও খোঁজ নেন। পুর কর্মীদের এই কাজে সহযোগিতা করেন স্থানীয় সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যকর্মীরা মাইক প্রচারের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে ডেঙ্গি নিয়ে নানা সচেতনতামূলক পরামর্শ দেন।

জয়নগরে সি পি আই এম ও এস ইউ সির পৃথক মিছিল ঘিরে যানজট

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১০ আগস্টঃ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে শনিবার বিকালে জয়নগর মজিলপুর টাউন সিপিআইএম এর উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌর শহরে শোক মিছিল বের হয়। এই মিছিলে বহু বাম কর্মী সহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন কালো ব্যাচ পড়ে। অন্য দিকে আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসক কে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে এস ইউ আই সির এর জয়নগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল। যাতে বহু এস ইউ সি আই কর্মী সমর্থক অংশ নেন।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ১০ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা

কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ শনিবার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের ১০ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে আছে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ, মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে কন্ট্রাক্ট কর্মী নিয়োগ, কন্ট্রাক্ট কর্মীদের প্রাপ্য বেতন না দেওয়া, অন্যায়ভাবে ছাঁটাইয়ের বন্ধ, সমকাজে সমবেতন, বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম বেতন সংশোধন, কন্ট্রাক্ট কর্মীদের নিয়মিতকরণ প্রভৃতি।

শিয়ালদা ইস্ট লাইব্রেরী হলে এই সভায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে দূরের জেলার কর্মীরা আসতে না পারলেও দেড় শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড বঙ্কিম চন্দ্র বেরা। প্রধান বক্তা সংগঠনের সভাপতি কমরেড জগন্নাথ রায়মন্ডল ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে বর্তমান সংকটময় সময়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সভা থেকে কমরেড জগন্নাথ রায়মন্ডল কে সভাপতি ও কমরেড গৌরীশঙ্কর দাস কে সম্পাদক করে ৫১ জনের একটি রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত সম্পাদক আগামী দিনে আরো শক্তিশালী ব্যাঙ্ক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কাছেই আছেন মা হাসিনা, কিন্তু ছুটে গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরতে পারছেন না মেয়ে সাইমা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ না, ওপরের ছবিটা তাঁদের সুখের দিনের। আজ তাঁরা, মানে শেখ হাসিনা ও কন্যা সাইমা ওয়াজেদ কাছাকাছি থেকেও যেন কী বিপুল ব্যবধানে। রাজধানী থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে গাজিয়াবাদে রয়েছেন মা। অথচ এই কঠিন পরিস্থিতিতে ছুটে গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরতে পারছেন না মেয়ে।

কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকেন সাইমা। কিন্তু, কেন মায়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নেই তাঁর? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক প্রধান ড. সাইমা ওয়াজেদ। তিনি দিল্লিতেই থাকেন। কিন্তু মায়ের জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তিনি। তড়িঘড়ি ইস্তফা দিয়ে ঢাকা থেকে ভারতে উড়ে এসেছেন শেখ হাসিনা। অথচ মেয়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাননি তিনি। ভারতের নিরাপত্তা এজেন্সির তত্ত্বাবধানে তাঁকে রাখা হয়েছে গাজিয়াবাদের সেফ হাউসে রয়েছেন তিনি। আপাতত তাঁকে সাময়িক ধাক্কা কাটিয়ে ধাতস্থ হওয়ার সময় দিয়েছে ভারত। এরপর শেখ হাসিনা তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেবেন। ততদিন পর্যন্ত ও দেশেই থাকবেন তিনি।

বাংলাদেশের শয়ে শয়ে মানুষের প্রাণহানিতে মন ভারাক্রান্ত হাসিনা কন্যার। তিনি এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে লিখেছেন, আমার দেশ, আমার ভালোবাসার জায়গায় এত মানুষের প্রাণহানিতে আমি মর্মাহত। এই কঠিন পরিস্থিতি মায়ের কাছে যেতে পারছি না। তাঁকে জড়িয়ে ধরে আশ্বস্ত করতে পারছি না। আমার মন চঞ্চল হয়ে রয়েছে। আমায় নিজের কর্মস্থলে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এই মুহূর্তে।

‘টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হবে এবং তাদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে’

বনস্পতি দে, হুগলি, ১০ আগস্ট ঃ ব্যাটারিচালিত টোটোকে একসময় সাদরেই গ্রহণ করেছিল সাধারণ মানুষ। কম খরচে সহজেই অনেকটা পথ পৌঁছে যাওয়া যায়। তবে গত কয়েক বছরে রাজ্যে অনেকটাই বেড়েছে টোটোর সংখ্যা। যার ফলে শহর বা শহরতলীর একাধিক জায়গায় বেড়েছে যানজট। টোটো নিয়ে উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। রাস্তায় টোটোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে যানজট বেড়েছে। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনাও বাড়ছে বলে অভিযোগ। তাই এবার কঠোর পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্যের পরিবহন দফতর। টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে চাইছে রাজ্য সরকার। টোটোর জন্য কোনও রুট পারমিট নিতে হয় না। ফলে যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন টোটো চালকরা। ফলে সারা বাংলা জুড়ে বহু বেকার যুবক টোটো চালিয়ে রোজগার শুরু করেছেন গত কয়েক বছরে। ক্রমাগত বেড়েছে ব্যাটারি চালিত গাড়ির সংখ্যা। বর্তমানে সারা বাংলা জুড়ে প্রায় ১০ লক্ষ টোটো রয়েছে। যার ফলে শহরের অধিকাংশ এলাকাতেই তৈরি হচ্ছে যানজট। পথচারী থেকে অ্যাম্বুলেন্স চালক, স্কুলবাস চালকদের অভিযোগ তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। অনেকেই টোটোর বিরুদ্ধে অভিযোগও করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘একজন টোটো চালকও তাদের জীবিকা হারাক এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা আমরাও কেউ চাই না। তবে টোটো চালকরা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে চালালে শহরের বিভিন্ন এলাকাকে যানজট মুক্ত রাখা যাবে। পুলিশ প্রশাসন, পুরসভা ও পঞ্চায়েতে সমিতি সকলকে নিয়েই এই সিস্টেম তৈরি করা হবে। যে সমস্ত টোটো চালক আছে, তাদের রেজিস্ট্রেশন করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তবে প্রত্যেক টোটো চালকই টোটো চালাবেন। মন্ত্রী আরও বলেন, টোটোর কোনও রুট হয় না। টোটোর কাজ হল যাত্রীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে বাস রাস্তা বা হাইরোডের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেহেতু তাদের কোন নির্দিষ্ট রুট নেই, তাই তাদের রুট পারমিটও নেই। তবে বাজার বা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একসঙ্গে যাচ্ছে বলে যানজট তৈরি হচ্ছে। টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হবে এবং তাদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে।

উত্তরপাড়া পুরসভায় ছয় দফা দাবিতে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ১০ আগস্টঃ উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পৌর এলাকার মানুষের নিমমিত পৌর পরিষেবার সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে ছয় দফা দাবিতে শনিবার দুপুরে উত্তরপাড়া পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই দাবিগুলি হল নিকাশি ব্যবস্থা পানীয় জল জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমস্ত জলাশয় গুলিকে জঞ্জালমুক্ত করা অবৈধ নির্মাণ দিকে দিকে অবৈধ বহুতল নির্মাণের বিরুদ্ধে পৌর কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সেই সংক্রান্ত এলাকায় অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কর ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের ত্রৈমাসিক করের মূল্যায়ন যথাযথ করার দরকার। শনিবার ডেপুটেশন দিতে যাওয়া কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে পুরচেয়ারম্যানের আলোচনা হয় বিশেষ করে নিকাশি ব্যবস্থা। একটু বেশি বৃষ্টি হলে উত্তরপাড়া মাখলা এলাকায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায় সেটা যাতে দ্রুত সমাধান করা যায় পানীয় জলের মিটারের ব্যাপারে আলোচনা হয়। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে জলা জমিতে যেটা হিন্দমোটরের সেখানে আগে জল পর জমা হতো মাঝে হিন্দমোটর কর্তৃপক্ষ কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে এটা নিয়ে আলোচনা হয়। আশা করি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। জলের মিটারের ব্যাপারে চেয়ারম্যান বলেন এখন প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি জলের মিটার বসানো হচ্ছে এখনই মিটারে

বিল দিতে হবে না। জল অপচয় বন্ধ করতে হবে, অবৈধ নির্মাণের ব্যাপারে বলেন কেউ যদি খবর দেয় সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

অন্য দাবিগুলো নিয়েও আলোচনা হয় তিনি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন বলেছেন পুরচেয়ারম্যান। এদিন ডেপুটেশন দিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রমেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দ্রজিৎ দেব সুবীর মুখার্জি মিলন চক্রবর্তী মৃণাল দাস সহ নেতৃবৃন্দ। ডেপুটেশন দেওয়ার আগে পৌরসভার সামনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পথসভা করা হয়।

আরজি কর এর ঘটনায় প্রতিবাদ হাওড়া-থেকে বারুইপুর, বিভিন্ন হাসপাতালে চলছে ডাক্তারদের কর্মবিরতি

দুরন্ত বার্তা, ১০ আগস্ট ঃ আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামলেন হাওড়া জেলা হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা। শনিবার সকালে পোস্টার, ব্যানার হাতে মিছিল করেন তাঁরা। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা এবং আরজি করের ডাক্তারি ছাত্রীর খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। মিছিলে স্লোগান ওঠে উই ওয়ান্ট জাস্টিস। গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে হাতে পোস্টার নিয়ে হাসপাতাল থেকে মিছিল বের করেন তাঁরা। এদিন হাওড়া হাসপাতাল থেকে মিছিল করে জুনিয়র ডাক্তাররা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে হাওড়া হাসপাতালের সুপারের দপ্তরের সামনে আসেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন তাঁরা। আরজি করের ঘটনার পাশাপাশি নিজেদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তাঁরা। এদিন সামগ্রিক কর্মবিরতিতে নামেন জুনিয়র ডাক্তাররা। জানা গেছে, রোগীদের যাতে না কোনও সমস্যা হয় সেটাও দেখা হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবা চালু রেখে। সরকারি হাসপাতালের ইমারজেন্সি পরিষেবা চালু রেখেই এদিন এই কর্মবিরতি চলে। এদিন হাওড়া জেলা হাসপাতালে জরুরী বিভাগ এবং ইনডোর পরিষেবা চালু রয়েছে। কেবলমাত্র আউটডোর পরিষেবা সামান্য ব্যাহত হয়। অবশ্য জেলা হাসপাতালের সুপার ডা নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় জানান, হাসপাতালের পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে চালু রয়েছে। সিনিয়র চিকিৎসকেরা হাসপাতালে উপস্থিত রয়েছেন। জুনিয়র ডাক্তাররা প্রতিবাদ মিছিল করেছেন।

অন্যদিকে, আরজি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় এবার প্রতিবাদে নামল বিজেপিও। শনিবার বিকেলে হাওড়া সদর বিজেপির তরফ থেকে এক প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। এদিন দলের সদর কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল আসে হাওড়ার ফ্লাইওভার হয়ে জেলাশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত। সেখানে রাস্তায় বসে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। প্রতিবাদে স্লোগান দেন। এদিন বিজেপির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করারও চেষ্টা করা হয়। দলের রাজ্য নেতা উমেশ রাই বলেন, আরজি কর হাসপাতালে এক ডাক্তারকে যেভাবে নিগ্রহ করে হত্যা করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা আজ সুরক্ষিত নন। শুধু তাই নয় এখানে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, পুলিশ, ডাক্তার কেউই সুরক্ষিত নন। পশ্চিমবঙ্গ এখন দিশেহারা হয়ে গিয়েছে। এখানে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। যখন রাজ্যে বড় ঘটনা ঘটে তখনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আরজি করার এই ঘটনার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে বিজেপি। যে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আমরা তার কড়া শাস্তির দাবি করছি।

এছাড়া,কলকাতার এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করলেন । এদিনের কর্মবিরতির জেরে রুগী পরিষেবা ব্যাহত হয় ব্যাপক ভাবে । কার্যত রোগীদের পরিষেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। সকাল থেকে বারুইপুর মহাকুমার হাসপাতালের বহির বিভাগে সামনে লম্বা লাইন পড়ে রোগীদের। কার্যত বলা যেতেই পারে প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকদের কর্মবিরতি জেরে অচল হয়ে গিয়েছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের রোগী পরিষেবা। এ বিষয়ে হাসপাতালের সুপার ধিরাজ রায় বলেন, সকাল থেকে প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকদের কর্মবিরতির ডাকে কার্যত অচল পরিষেবা হয়েছে হাসপাতালের। আমরা দ্রুততার সাথে অন্যান্য চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ওই মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় আমরা শোকাহত। আমরা সকলে চাই এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক পুলিশ প্রশাসন।

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে চন্দননগরে গঙ্গা বক্ষে গঙ্গাআরতি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ১০ আগস্টঃ প্রতিবছরের মত এ বছরও তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলায় অভূতপূর্ব ভক্ত সমাগম হয়। এই মেলাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। বিশেষ করে এ বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তারকেশ্বরের এই মেলাকে একটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সেটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এবারে গঙ্গাবক্ষে গঙ্গা আরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ সন্ধ্যায় চন্দননগরের রানী ঘাটে গঙ্গা আরতি দেখার ভিড় ছিল লক্ষ্য করার মতো। এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন,কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ , বিধায়ক অরিন্দমগুইন, হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন এবারের এই শ্রাবণী মেলা কে আকর্ষণীয় করে তুলতে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল পরিবহন স্বাস্থ্য পুলিশ প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তর এই মেলা কে সুষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে তৎপর ছিল।

তিনি জানান এই মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এবারে বিশেষ প্রয়াস ছিল গঙ্গাবক্ষে গঙ্গা আরতি, আজকে সেই আরতি সারা ভারতবর্ষের মানুষ অনলাইনের মাধ্যমে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জানান তারকেশ্বরে এই মেলা কে কেন্দ্র করে একটি সংগ্রহসালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া দেখা যায় মূলত বাঁকে করে জল নিয়ে ভক্তরা বাবার মাথায় ঢালেন তাই এরেকে উৎসাহ দিতে অভূতপূর্ব সুন্দর বাঁকের জন্য আজকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভক্তদের সম্মানিত করা হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।

মুরগির একাধিক ফার্মের দুর্গন্ধে দূষিত পরিবেশ

আগরতলা, ১০ আগস্ট ঃ ব্রয়লার মুরগি-ফার্মের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিস্মিত সাধারণ মানুষ। খুব শীঘ্রই এই ফার্মগুলি বন্ধ করার ব্যবস্থা করা না হলে, বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে, হুমকি ভুক্তভোগী এলাকাবাসীর।

জানা গিয়েছে, রাজধানী আগরতলা শহরের অদূরে মধুবন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম সংলগ্ন এবং মধুবন ঋষিপাড়া সংলগ্ন বগারচতল এলাকায় গড়ে উঠেছে এসএস প্রিডিং নামের একটি ব্রয়লার মুরগির ফার্ম। তবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম সংলগ্ন ফার্মটি বহু বছর আগেই স্থাপিত হয়েছিল।

ঋষিপাড়া সংলগ্ন বগারচতল এলাকায় একই মালিকের গত ১ থেকে দেড় বছর আগে আরেকটি ফার্ম স্থাপন করা হয়। ফার্মগুলি স্থাপন করার সময় মালিক নাকি স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেছিলেন, এলাকায় কোনও ধরনের দুর্গন্ধ ছড়াবে না। কিন্তু ফার্মগুলি স্থাপন করার পর দুর্গন্ধ গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধের জন্য এলাকার মানুষের সমস্যা একাধিকবার ফার্মের মালিককে জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

হুগলির চন্ডীতলায় প্রেমিকের বাড়ির সামনে রাত-দিন ধরনা দিচ্ছেন প্রেমিকা

দুরন্ত বার্তা, চন্ডীতলা হুগলি,১০ আগস্ট ঃ গত চার দিন ধরে হুগলির চণ্ডীতলা থানার ভগবতীপুর এলাকায় একটি বাড়ির সামনে দেখা যাচ্ছে একই দৃশ্য। ওড়নায় মাথা ঢেকে, মুখে মাস্ক পরে বসে আছেন এক যুবতী। জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটি তাঁর প্রেমিকের। সেই বাড়ির সামনে রাত-দিন ধরনা দিচ্ছেন প্রেমিকা। কী এমন ঘটল যে প্রেমিকের বাড়ির সামনে এভাবে বসে থাকতে হচ্ছে? ঘটনাটি হুগলির চণ্ডীতলার। এলাকারই ছেলে মেহবুব মল্লিকের সঙ্গে বছর ছয়েক ধরে প্রেমের সম্পর্ক ওই যুবতীর। যুবতী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। তাঁর দাবি, মেহবুব তাঁকে বারবার বিয়ে করার কথা বললেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চাইছেন না। এর আগেও তিনি কয়েকবার মেহবুবের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। দিনকয়েক আগে ওই যুবতীর বিয়ের জন্য পাত্র দেখাশোনা শুরু হয়। বিয়ের জন্য চাপ আসতে থাকে। তাই চারদিন আগে সোজা প্রেমিক মেহবুবের বাড়িতে পৌঁছে যান তিনি। কিন্তু গিয়ে দেখেন বাড়িতে নেই মেহবুব। এরপরই বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধরনায় বসে পড়েন যুবতী। ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যান এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের দাবি পুলিশ ওই যুবতীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক। যুবতী বলেন, ‘আমার বাড়িতে পাত্র এসেছে শুনেই আমাকে চলে আসতে বলেছিল। বলেছিল আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। এখন আর বিয়ে করতে চাইছে না।’ মেহবুব বাড়িতে না থাকলেও মেহবুবের মায়ের দাবি তাঁর ছেলের সঙ্গে এই যুবতীর শুধুমাত্র ফোনে কথা হয়েছিল। এখন জোর করে বাড়িতে এসে বিয়ে করতে চাইছে বলেই দাবি তাঁর। ছেলের সঙ্গে ওই যুবতীর কোনও শারীরিক সম্পর্ক ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি।

বিলোনিয়া মহকুমা ডাক আধিকারিকের হাতে স্মারকপত্র

বিলোনিয়া, ১০ আগস্টঃ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে ডাক বিভাগের এজেন্টদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সদর বিলোনিয়া মহকুমা ডাক বিভাগের সঞ্চালকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন বিলোনিয়ার ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিগমের এজেন্টরা। তাদের ছয় দফা দাবি সংবলিত এক স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন মহকুমা আধিকারিকের হাতে। সারা দেশের সাথে রাজ্য গজিয়ে ওঠা চিটফান্ডের টাকা না রাখা এবং এর পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিগমে জনগণ টাকা রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছেন ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিগামের বিলোনিয়া মহকুমা অফিস। বিলোনিয়া ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিগমের অফিসে কর্মী সল্পতা থেকে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বিলোনিয়া মহকুমার এজেন্টরা তাদের ছয় দফা দাবি নিয়ে শনিবার ডেপুটেশন প্রদান করেন।

এক টিকিটেই খুলে গেল ভাগ্য , কোটিপতি হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ রাজকুমার

সুদেষ্ণা মন্ডল, কুলতলী, ১০ আগস্টঃ বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে মনে হল একটি টিকিট কেটে নিয়ে বাড়ি যাই! কিন্তু রাতারাতির মধ্যে সেই টিকিটের খুলে দেবে ভাগ্য , তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি কুলতলির দেউল বাড়ির বাসিন্দা রাজকুমার সর্দার। শুক্রবার রাতে কুলতলির বাসিন্দা রাজকুমার জামতলা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে দেবপ্রসাদ হালদার নামে একটি টিকিট বিক্রেতার কাছ থেকে ২০০ টাকার লটারির টিকিট কিনে বাড়ি আসে। এরপর শনিবার সকালে যখন সেই টিকিটের ফলাফল মোবাইলে দেখে তখন চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায় রাজকুমারের। দেখে এক রাতের মধ্যে সে কোটিপতি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই খবর চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । রাজকুমার নিজের নিরাপত্তা জনিত কারণে

কুলতলী থানার দ্বারস্থ হয়। কুলতলী থানার পুলিশ রাজকুমারের আবেদনের সাড়া দিয়ে তাকে নিরাপত্তা দিতে কুলতলী থানাতে নিয়ে আসে । অন্যদিকে যে টিকিট বিক্রেতা টিকিটটি বিক্রি করেছে সেই টিকিট বিক্রেতার কাছে সকাল থেকে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়েছে। রাজকুমার জানান, রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফিরার পথে অবশিষ্ট দুশো টাকার আমি একটি টিকিট কাটি। প্রায় সময় আমি টিকিট কাটি কিন্তু এত বড় দান কোনদিন লাগেনি আমার। টিকিট কাটার নেশা আমার কি ছিল । দিনমজুর মানুষ , খেটুকু উপার্জন করি সংসারের হাল ধরার পর যেটুকু টাকা অবশিষ্ট থাকে সেটুকু টাকায় আমি টিকিট কাটতাম। তাই বাড়ি ফেরার পথে বাজার থেকে আমি টিকিট কাটি আর সেই টিকিটেই খুলে গিয়েছে আমার ভাগ্য। দরিদ্র পরিবারে হাসি ফুটেছে। কিন্তু আমার নিরাপত্তার কারণ নিয়ে আমি কুলতলী থানাতে আবেদন করি । সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে পুলিশ। আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আমার প্রাপ্য টাকা না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিরাপত্তার কারণে থানায় থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বর্তমানে কুলতলী থানার পুলিশ কার্যত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রাজকুমারকে রেখেছে।

শ্রাবণ মাসের একটানা বৃষ্টিতে সবজি চাষে ক্ষতির মুখে সুন্দরবনে চাষিরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১০ আগস্টঃ শ্রাবণ মাসের একটানা বৃষ্টিতে ধান চাষিদের মুখে হাসি ফুটলেও হতাশ সব্জি চাষিরা। জমিতে জল জমায় নষ্ট হচ্ছে ফসল। ফলে, আগামী দিনে বাজারে সব্জির জোগান কমতে পারে। সেক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আর ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন বাজারে সব্জির দাম কিছুটা বেড়েছে। চলতি সপ্তাহে তা আরও বাড়তে পারে বলেই ইঙ্গিত। গত সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়েছে লাগাতার বৃষ্টি। বৃষ্টিতে কার্যত নাজেহাল সাধারণ মানুষ থেকে চাষিরা। কোথাও কোথাও জল জমে রয়েছে। দঃ ২৪ পরগনা জেলার অর্থনীতি অনেকটাই দাঁড়িয়ে কৃষিকাজের উপর। যার মধ্যে অন্যতম হল সব্জি চাষ। কিন্তু লাগাতার বৃষ্টিতে সবজি চাষে মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। বেগুন, লঙ্কা, ট্যাঢ়াট, উচ্ছে, পটল, পেঁপে সহ একাধিক সব্জির জমিতে জমে রয়েছে জল। ফলে,মাঠে থাকা সব্জির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাজারে বাড়তে শুরু করেছে সব্জির দাম গত সপ্তাহে পটল ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও এই সপ্তাহে তা গিয়ে ঠেকেছে ৪০ টাকায়। একইভাবে বেগুন ৩০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে কেজি প্রতি একশো টাকা। ঝিঙে ৪০, ওল একশো টাকা, সসা ৭০ টাকা। এখনও পর্যন্ত দাম ছিল সবই ৪০ টাকার নীচে। পেঁপে গাছেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন শাকের দাম আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে সুন্দরবনের কুলতলির কয়েক জন চাষী বলেন, গত কদিনের বৃষ্টির জেরে সব্জিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। কয়েক হাজার টাকার কৃষি কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। এর পাশাপাশি পেঁপে

গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কুলতলি ব্লক কৃষি দফতরের এক আধিকারিক বলেন, ভারী বৃষ্টির কারণে চাষিদের ক্ষতি হয়েছে। তবে ক্ষতির পরিমাণ কতটা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর তার পরে সেরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৫২ সংখ্যা, রবিবার , ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩১

ঠাকুর বাড়ির ধর্ম সংস্কৃতি

মহর্ষি বাড়ির গৃহলক্ষ্মী সারদাসুন্দরী দেবী। যশোরের অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। মেয়ের কাকা কলকাতা থেকে শুনে গেলেন কত্তা অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। ব্যস ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। ঠাকুরদের চিরদিনের রীতি ছিল প্রথমে দাসী পুতুল নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবে, পছন্দ হলে সুযোগসুবিধে মতো যাবে বাড়ির মেয়েরা। সারদা দেবীর কাকার বোধহয় ভয় ছিল পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি বাড়িতে ঢুকেই দেখলেন ভাইঝি দাওয়ায় বসে রান্নাবাটি খেলছে। টেনে তুলে কোনও রকমে একটা পরিষ্কার কাপড় পড়িয়ে তৎক্ষনাৎ নিয়ে চললেন কলকাতায়। সারদা দেবীর মা তখন নদীতে স্নান করতে গেছিলেন। মাত্র ছ'বছর বয়স তখন সারদা দেবীর। কেঁদেকেটে বললেন, মা আসুক তবে যাব। কাকা কোনও কিছু না শুনে নিয়ে এলেন। মায়ের সঙ্গে মেয়ের শেষ দেখাটাও হল না। পরে সারদা দেবী শুনেছিলেন মা ফিরে এসে মেয়ের শোকে উঠোনের গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই মারা গেছেন।

সারদা দেবীর জীবন মহর্ষির ধর্মচিন্তার ফলে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। কত্তা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পরে গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে বাড়ি থেকে বিদায় করতে চাইলেন। বেঁধে গেল পারিবারিক গোলযোগ। এতদিনের অধিষ্ঠিত দেবতাকে উঠিয়ে নিয়ে দেবেন্দ্র ভ্রাতা গিরীন্দ্র আলাদা হয়ে গেলেন। আগে যেটা ছিল দ্বারকানাথের সন্ততিদের একান্নবর্তী বসতবাড়ি, সেখানেই দেওয়াল উঠল। ৫ নং আর ৬ নং বাড়ি আলাদা হয়ে গেল। বাগান ভাগ হল, পুকুরের ঘাট আলাদা হল।সত্যিই লক্ষ্মীজনার্দনের চলে যাওয়ার দুঃখ ভুলতে পারেননি সারদাসুন্দরী। গোপনে ওবাড়িতে গৃহদেবতার পূজা পাঠাতেন আবার স্বামীর ব্রহ্ম উপাসনাতেও যোগ দিতেন। ব্রহ্ম উপাসনার বেদিতে বসে কত্তার ধর্মকথা শুনতে শুনতে হয়তো বা তিনি নিজের ইষ্টমন্ত্রই জপ করতেন। আকবরের হারেমে বসে যোধাবাই যেমন শিবপুজো করতেন। ঘরের মধ্যে বাস করে চিরকালের সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া তো সহজসাধ্য নয়। মহর্ষি দূর্গাপূজার সময় দেশভ্রমনে বেরিয়ে যেতেন। সারা শহর যখন উৎসবে মেতে উঠত, সারদা দেবী একলাটি ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন। আত্মীয়-স্বজনরা চেষ্টা করেও তাঁকে উৎসবে নিয়ে যেতে পারত না। একবারই মাত্র তিনি তাঁর দুঃখের কথা মহর্ষিকে বলেছিলেন। মহর্ষি সেবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন স্থির করলেন। বিশেষ ধরনের একটি নৌকা ভাড়া করা হল। সারদা দেবী দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও হেমেন্দ্র তিন পুত্রকে নিয়ে নৌকায় চড়ে বসলেন। সে-নৌকাযাত্রা নানা বিপদের মধ্যে শেষ হল। ঠাকুর বাড়ির সব সদস্যরা যেদিন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিল সেই দিন থেকেই সেখানকার গৃহদেবতাকে সরিযে দেওয়া হয়। এমনকী আগে ঠাকুর বাড়িতে দুর্গা পুজো হতো তাও বন্ধ করে দেওয়া হল। কোনও মূর্তি পুজো করা চলবে না। মানব পজো করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করে তোলাই হল ঠাকুর বাড়ির মূল লক্ষ্য। সেই দিকে পা বাড়াতে শুরু করলো পরবর্তী কালের ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা

সঙ্গীত শিল্পী প্রতিমা

কিংবদন্তি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে একজন সাংবাদিক জানতে চাইলেন গায়িকাদের মধ্যে কার গলাটি তাঁর সবচেয়ে সুরেলা লাগে, তিনি এক ঝটকায় বলে দিলেন, ''প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' বিস্মিত হয়েই তাঁর প্রশ্ন-লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে আপনি প্রতিমাদিকে এগিয়ে রাখছেন! উত্তর শুনে নিশ্চিত সাংবাদিকটি আর একবার স্তম্ভিত হয়েছেন! ''প্রতিমার গানের কলি লতা নিজের বিশেষ সংগ্রহে রেখেছে। ওরা বলে, প্রতিমা মানুষই নয়। ও তো পাখি!'' 'একটা গান লিখো আমার জন্য,না হয় আমি তোমার কাছে ছিলেম অতি নগণ্য' অথবা 'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই' সর্বকালের অন্যতম জনপ্রিয় দুটি বাংলা গান যার কণ্ঠে কালজয়ী হয়েছে তিনি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। আটপৌরে চেহারা, কপালে টিপ, তাম্বুল রাঙা ঠোঁট, সাদামাঠা শাড়ির এই বঙ্গনারী সঙ্গীতের জগতে এক অনন্যা। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হৈমন্তী শুক্ল প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন- উনি যে কী বিরাট শিল্পী ছিলেন, নিজেই জানতেন না। সেই সময়ে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে যান, জনতা কাকুতি-মিনতি করে প্রথমেই 'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ' গানটি গাইবার জন্য। সে গানে বাজাতে গিয়ে সহযন্ত্রীরা স্পষ্ট নিজের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পেতেন। শ্রোতৃকুলের মন চুঁইয়ে পড়ত বেদনার অশ্রুতে। অকালে বাবাকে হারিয়েছেন,অনটনও নেমে এসেছিল পরিবারে। কিন্তু জননী কিছুতে ভেসে যেতে দিলেন না সংসার। তাঁরই চেষ্টায়, উৎসাহে কণ্ঠে তুলে নিলেন একরত্তি প্রতিমা। রোজকার খরচ থেকে বিন্দু বিন্দু করে টাকা বাঁচিয়ে তিনি মেয়েকে একটি হারমোনিয়ামও কিনে দিলেন মা জননী। গুণবতী কমলা প্রথম দিকে নিজেই মেয়েকে গান শেখাতেন। পরে তাকে নিয়ে গেলেন প্রকাশকালী ঘোষালের কাছে। খুকির কচি গলার দু'কলি শুনে দারুণ খুশি প্রকাশকালী। বললেন, 'গান এর রক্তে!' এরপর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গানের তালিম। শৈশবে ছুটিতে এক বার ঢাকায় আত্মীয় বাড়ি গিয়েছেন, আশপাশের লোকজন তাঁর গান শুনে তাজ্জব। এক গুণগ্রাহী ঢাকা রেডিওর যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। সেখানে শিশুবিভাগে গাইবার পরপরই ডাক এল কলকাতা বেতার থেকে। মাত্র এগারো বছর বয়সে ১৯৪৫-এ সেনোলা থেকে প্রথম রেকর্ড বেরিয়ে গেল 'কুমারী প্রতিমা চ্যাটার্জী' নামে। অবশ্যই প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের 'ঢুলি' ছবিটি। ১৯৫৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ঢুলি' ছিল তখনকার দিনের বিখ্যাত ছবি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। দেব দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে। গুরুজনকে মান্য করতে হবে। পিতা মাতাই হচ্ছে প্রকৃত ঈশ্বরের শক্তি। তারাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জন্য তুমি পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছো। সারা জীবন ধরে সাধনা করতে হবে। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হবে । তবেই ঈশ্বরিক শক্তির অধিকারী হতে পারবে। তবেই তুমি বলবান হতে পারবে। জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যাকে গ্রহণ করে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ভক্তিভাব থাকলে তবেই ভগবান তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তোমার সঙ্গে সব সময়ে থাকবেন। তিনি রক্ষা করবেন।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

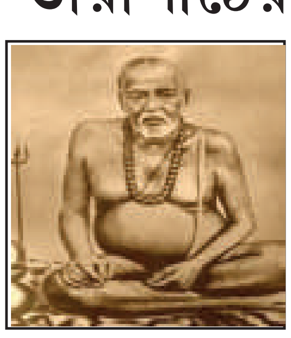

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, তারাপীঠের মা সকলের মঙ্গল চান। সেই কারণে তার মন্দিরের বহু ভক্তদের সমাগম হয়ে থাকে। তারা পীঠের মা সবার মঙ্গল কামনা করেন। যাঁরা এখানে আসেনি তাদেরও মঙ্গল কামনা করে থাকেন মা। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। তাঁর সাক্ষাৎ সর্বত্র পাওয়া যায়। কাউকে অবহেলা করো না। সবার মধ্যে ঈশ্বরের বা মায়ের অবস্থান রয়েছে। সবার মনে ঈশ্বরের স্থান রয়েছে। যিনি সৎ কাজ করেন তিনি সৎ কর্মফল লাভ করেন। অসৎ পথ পরিত্যাগ করো। তাহলে মনটা পবিত্র হতে থাকে। সত্য কথা বললে মনের শক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে। সেখানে অসত্য পরাস্ত হবে। সৎ পথে পরিচালিত করা। তন্ত্র সাধনা হচ্ছে মনেরএবং শারীরিক শক্তিকে জাগরিত করা। শারীরিক শক্তি জাগরিত করতে পারলে অসৎকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে।

বারাণসীকে কেন্দ্র করে ভারতে 'দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ' সংগঠিত করার প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বিলাতে ১৯১০ সালে ২১ ডিসেম্বর সাভারককে গ্রেফতার করা হল পলাতক অপরাধী আইনে। সেই সময় সাভারকরের দুই শিষ্য ভিভিএস আয়ার এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংল্যাণ্ডে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। তাঁরা আর লণ্ডনে থাকতে পারলেন না। তাঁদের তখন লণ্ডনে বিপ্লবী আন্দোলন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে ছিল। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁদের ওপরে নজররাখা থেকে শুরু করে বহু ক্ষেত্রে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। কোনও রকমভাবে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কথা বলা, আলোচনা করা এমনকী সভা করার ওপরে বাধা আসতে শুরু করে দিয়েছিল। ফলে লণ্ডনের বিপ্লবী মন্ত্রে বিশ্বাসী ভারতীয়রা লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সব ভারত স্বাধীনতাকামী বিলাতের বাসিন্দারা ১৯১০ সাল জুন মাসের প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সেখানেই ভারতের বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ইংল্যাণ্ড যখনই বিপ্লবীদের ধরপাকড় করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন ভারতীয় বিপ্লবীরা বাংলার চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং বিলাতে ভারতীয় বিপ্লবীরা প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে ছিলেন। পরে তিনি ফরাসি উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে চলে যান। বাংলার বিপ্লবী মেদিনপুর শাখারা যুগান্তর দলের সদস্য হেম চন্দ্র কানুনগো নিয়ে সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে ফরাসি দেশে দিয়েছিলেন বোমা নির্মাণ করা শিখতে।

ফরাসিতে বিশেষ করে প্যারিসে দুইজন ভারতীয় বিপ্লবীদের সমর্থক বসবাস করতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কাথিয়াওয়ার রাজপুত এস আর রানা এবং মুম্বইয়ের পার্শি মিসেস ভি আর কামা। ভারতীয় বিপ্লবীদের সমর্থন করে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিলেন রানাজি। তিনি সব সময়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে থেকেছেন। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো ১৯০৬ সালে প্যারিসে বোমা তৈরি প্রশিক্ষণ নিতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁকে রানাজি সহযোগিতা দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। সঙ্গে থাকতেন পি এম বাপাত। রানাজি রাশিয়া এবং পোলিশ ভাষায় বোমা ফরমুলাকে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর করে হেমচন্দ্রের হাতে তুলে দিতেন। লালা লাজপত রায়তে ব্রিটিশ ভারত থেকে নির্বাসন দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তার প্রতিবাদে ১৯০৭ সালে ১১ মে মাদাম কামা এবং রানাজি উভয় মিলে একটি বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করে প্যারিসে।

বিপ্লবী মাদাম কামা যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করে সেইসবগুলি

ছাপিয়ে বিলাতে প্রচার করতে শুরু করেন। তার ফলে তিনি ব্রিটিশ শক্তির কাছে একটি শত্রুতে পরিণত হন। সেই সময়ে বহু ভারতীয়রা কামার এই কর্মকাণ্ডকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য করতে থাকে। ১৯১৪ সালে 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা প্রকাশ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করতে শুরু করেন। তিনি বহু সময়ে বিপ্লবীদের পরামর্শ দিতেন এবং আর্থিক সাহায্য করতেন। মাদাম কামা ছিলেন একজন আধ্যাত্মিকবাদে বিশ্বাসী মহিলা। যদিও তিনি অ্যাশে হত্যার (জুন ১৯১১) সঙ্গে জড়িত ছিলেন না তবুও তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলি যা 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা আদালতে তথ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসের 'বন্দে মাতরম' সংখ্যায় তিনি নাসিকে জ্যাকসন হত্যা (১৯০৯), কলকাতায় প্রধান কনস্টেবল শ্রীশ চক্রবর্তী হত্যা (১৯১১) এবং ডালহৌসি স্কেয়ারে বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে তাঁর লেখা আদালতের নজর এড়ায়নি। সেখানে লেখা ছিল ''Dealing with villians like these, an Indian must throw to the winds all the ordinary rules of warefare..In a meeting or in a bunglow, on the rsailway or in a carriage, in a shop or in a church, in a garden or a fair, whenever an oppertunity comes, Englishmen ought to be killed.. The great Nana Sahib understood this, our friends the Bengal have also begun to understand (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73-74)''।

মাদাম কামার আর একটি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি ১৯০৭ সালে ১৮ আগস্ট নিজের হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরি করে জার্মানির স্টুয়ার্টগার্ড'তে ' ইন্টারন্যাশনাল সোসালিস্ট কনফারেন্স'তে যোগদান করেন এবং সেখানে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে আকর্ষনীয় বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে রানাজি এবং কামাকে অন্তরীন থাকতে হয়। সেই সময়ে কৃষ্ণ ভার্মা প্যারিসে ভারতের বিপ্লবী কাজকর্মের সবটা দেখতে পাচ্ছিলেন না কারণ তিনি জেনেভাতে নিজের কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণ তখনও করেননি। কিন্তু তাঁর 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে সাভারকর এর তত্ত্বাবধানে (১৯০৯ সাল পর্যন্ত)। ত্রিচিনোপলির ভিভিএস আয়ার সাভারকরের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। তিনি প্যারিস ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে এসে উপস্থিত হলেন মুসলমান ছদ্মবেশ ধারন করে ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে। ১৯১৪ সালে ভি চট্টোপাধ্যায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য জার্মানি চলে গেলেন। এদিকে রাসবিহারী বোস প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বেনারসে রাসবিহারী মিসসির পোখরা ত্যাগ করে হরিশ চন্দ্র ঘাট রোডের নিকটস্থ বাঙালিটোলাতে এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। রাসবিহারী প্রায় সময়ে মহিলা, পাঠান এবং পাঞ্জাবি ছদ্মবেশ ধারন করতেন। যখন বাঙালিটোলাতে বসবাস করছেন রাসবিহারী তখন পুনার তেলেগাঁও মারাঠী যুবক ভি জি পিংলে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সমার্থা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পিংলে আমেরিকাতে চলে গিয়েছিলেন ১৯১১ সালে পড়াশুনা করতে। সেখানে তিনি গদর দলের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। ২০ নভেম্বর ১৯১৪ সালে ভারতে চলে আসেন গদর দলের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে বিপ্লবী সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সত্যেন সেন এবং বিজয় কৃষ্ণ রায়ের। সেই সূত্র ধরে পিংলে বাঘা যতীনের সঙ্গে দেখা করলেন এবং পরে একটি পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে বেনারসে রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পিংলে রাসবিহারীকে আশ্বস্ত করলেন যে হাজার হাজার গদর দল দলের সমর্থকেরা পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হচ্ছে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে এবং তারপরে আরও কয়েক হাজার গদর দলের সদস্যরা উপস্থিত হবে। রাসবিহারী তখন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং পিংলেকে পাঞ্জাবে পাঠালেন সেখানকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে। ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে গদর দলের সমর্থকেরা পাঞ্জাবে এসেছিলভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে। এদের মধ্যে ছিলেন নবাব খান, মুলা সিং, নিধন সিং, উধম সিং সহ আরও অনেকে। ১৯১৪ সালে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে কয়েকটি সশস্ত্র সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও তা নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। 'গদর ষড়যন্ত্র' ভারতে সফল হতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ ছিল যে উপযুক্ত সেনাপতির অভাব দেখা দিয়েছিল যিনি ঐক্যবদ্ধভাবে সশস্ত্র সংগ্রামকে পরিচালনা করতে পারবেন। গদর দলের নবাব খান, মূলা সিং, নিধন সিং অতি সামান্য স্তরের কর্মী ছিলেন। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গদর দলের কর্মীরা বোমা তৈরি করতে পারতো এবং রিভালবার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখতে পাওয়া যায়নি। ফলে গদর দলের কাজ সাফল্য লাভ করলো না। ফলে সবাই হতাশ হতে থাকলো। ঠিক সেই সময়ে রাসবিহারী পিংলেকে পাঞ্জাবে যাওয়ার কথা বললেন। পিংলে পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হয়েই একটি বৈঠক ডাকলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে গদর দল বাংলার বিপ্লবীদের সাধ্যমত সাহায্য করবে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অমর সিং, নিধন সিং, কারতার সিং পরমানন্দ এবং কাপুরথালার রাম শরণ দাস। তারপরে ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে অমৃতসরের বীরপালি ধর্মশালায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কারতার সিং, পরমানন্দ, হরনাম সিং প্রথম, পিংলে, নিধন সিং, বলবন্ত সিং, মুলা সিং এবং অন্যান্যরা। জুডিশিয়াল রেকর্ড থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে, ''the revolution was discussed, the looting of treasuries again mooted, the contribution of money considered, the deduction of troops, the collection of arms, the preparation of bombs, and the commission of decoities brought into prominence'' '' Part of the gathering,'' the judicial records state further, '' adjourned'' to Sant Gulab Singh's Dharmasala, where an experimental bomb was made and tried with success, and the proposal originally made by Pingley to bring up a Bengali expert adopeted (The judgment in the Lahor Conspiracy Case as delivered by A.A. Irvine President and T.P. Ellis and Sheo Narain, Special Commission on September, 13,1915 and Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73-74)''।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল গদর দলের বিপ্লবী সদস্যদের সঙ্গে পাঞ্জাবে সভা করলেন বাংলার বিপ্লবীদের বোমা প্রস্তুত করার নির্মাণ শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। রাসবিহারী বোস তখন নিজেই বোমা তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সভায় শুধু সেখানে প্রস্তাব গৃহীত হল তা নয়, আর বেশ কয়েকটি বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। অমৃতসরের স্থানীয় নেতা মুলা সিং পাঁচ শো টাকা এগিয়ে দিলেন শচীন্দ্রনাথের হাতে ১৯১৫ সালে ১২ জানুয়ারি রাস বিহারী এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের বেনারস থেকে অমৃতসরে আসার খরচা হিসাবে। অমৃতসরের মুসসামাত অত্রি থেকে একটি ঘর ঠিক ভাড়া করা হল সেখানে বিপ্লবী রাসবিহারী এবং তাঁর সঙ্গীরা থাকবেন। বেশ কিছু লোককে লাহোর এবং ঝাবেওয়াল'তে পাঠানো হল বোমার মশলা সংগ্রহ করতে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে বেনারসে রাসবিহারীর সঙ্গে পিংলে এবং শচীন্দ্রনাথ বৈঠক হল হরিশচন্দ্র ঘাট রোডের বাড়িতে। এই সভায় রাসবিহারী ঘোষণা দিলেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্যুত্থান হবে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এখন থেকেই। ''a rebellion was to take place all over the country and that time had come when must they must prepare to die for their country (The Judgment of Benares Conspiracy Case as reported in the Statesmen on February 15,1916)''। রাসবিহারী পরিকল্পনাটি সবার কাছে বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন। তিনি জানালেন যে দামোদর স্বরূপ এলাহাবাদের নেতা হবেন, বিভূতি এবং প্রিয়নাথ বেনারসে বিদ্রোহী সেনাদের পরিচালনা করবেন, নলিনী মুখার্জি জব্বলপুরে যাবেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে। নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং প্রিয় নাথ ভট্টাচার্য বাংলা থেকে অস্ত্র নিয়ে আসবেন যখন বিনায়ক রাও কাপলে এবং হেমচন্দ্র দত্ত তাঁদেরকে সবুজ সঙ্কেত দেবেন। পাঞ্জাব থেকে (ক্রমশ)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদ ক্ষুদিরাম

মধুসূদন দে

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ মহান বাঙালি বিপ্লবী। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক কিংবদন্তী যুব প্রতিভা। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম। তিনি বাংলার প্রথম বীর শহিদ। অগ্নি যুগের অগ্নি শিশু বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান আমাদের মনকে ছুঁয়ে বারে বারে হৃদয়কে স্পর্শ করে আবেগে কাঁদায়, ভারত মায়ের বীর সন্তান নব যৌবনের প্রতীক একজন তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের কাছে হাবিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষুদিরাম। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি তার মাকে হারান। ঠিক এক বছর পর তার বাবাকে হারালেন। বড় দিদি অপরূপা দেবী ভাইকে মায়ের যত্ন দিয়ে আগলে রাখলেন।

মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের বিচরণ ভূমি। মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামের বিপ্লবী জীবনের অভিষেক ঘটে। ক্ষুদিরাম যখন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন তখন তার শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯০২ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরামর্শে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ক্ষুদিরামের স্বপ্ন যেন সফল হল।

১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ গুপ্ত সমিতির কাজে মেদিনীপুর শহরে এলেন। তিনি তখন সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। ১৯০৩ সালে ভগিনী নিবেদিতা মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য সভায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। বিপ্লবী তরুণ প্রজন্ম তাঁর নিকট প্রেরণা লাভ করল। কিশোর ক্ষুদিরাম এই সমস্ত বিপ্লবী আলোচনা সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। কলকাতায় বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। শুরু হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। ক্ষুদিরাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এক মহান সৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

১৯০৬ সালে মেদিনীপুর জেলখানার সামনে কৃষি ও শিল্প

মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে ক্ষুদিরাম সোনার বাংলা নামে একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। হঠাৎ পুলিশের নজরে পড়েন। বুদ্ধির জোরে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের পরামর্শে তিনি ধরা দিলেন। পুলিশ তার উপর অত্যাচার শুরু করল। শত অত্যাচারেও তিনি একটি কথাও প্রকাশ করলেন না। অবশেষে আইনজীবিদের সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অত্যাচারী কিংসফোর্ড। এই ইংরেজ প্রশাসক ভারতীয়দের উপর নানা অত্যাচার শুরু করল। মাত্র ১২ বছরের বালক সুশীল সেনকে নির্মমভাবে প্রহার করায় বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রোধের দাবানল জ্বলে উঠল। এক গোপন সভায় বিপ্লবীরা ঠিক করলেন অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আর তার দায়িত্ব দেওয়া হল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকির উপর। ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি মজফ্‌ফরপুর পৌঁছালেন। সেদিন ছিল ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল। যে পথে কিংসফোর্ড সাহেব ফিরতেন সেখানে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি। তারা ফিটন গাড়ি আসার অপেক্ষায় ছিলেন। একটু পরেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা গাড়ির দিকে বোমা ছুঁড়লেন। আগুন ধরে গেল ফিটন গাড়িতে। দুইজনেই খুব খুশি। কিন্তু তাদের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। যে গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েন সেই গাড়িতে সেদিন কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন না। বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা মারা গেলেন। এই সংবাদ শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষুদিরাম পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। সকাল পর্যন্ত পঁচিশ মাইল হেঁটে ওয়াইনি নামে একটি স্টেশনে পৌঁছান। যখন একটা চায়ের দোকানে তিনি এক গ্লাস জল চেয়েছিলেন, তখন তিনি দুজন পুলিশ কনস্টেবল এর মুখোমুখি হন। তাদের সন্দেহ হওয়ার জন্য ক্ষুদিরামকে আটক করার চেষ্টা করে। ক্ষুদিরাম তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। তখন তার দুটো রিভলভারের একটা পড়ে যায়। অন্য রিভলভারটা দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হলে একজন পুলিশ কনস্টেবল পিছন দিক থেকে ক্ষুদিরাম কে ধরে ফেলে। ক্ষুদিরামকে ধরা পড়তে হল। শুরু হল বিচারের নামে প্রহসন।

দিনটা ছিল ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও ক্ষুদিরাম ছিলেন নির্ভীক। শেষ ইচ্ছে জানতে চাওয়া হল। ক্ষুদিরাম হাসলেন। সেই হাসি বড় করুণ। তাঁর শেষ ইচ্ছেদেশের স্বাধীনতা। আর শেষবারের মতো বললেনবন্দে মাতরম। বাংলা কাব্যে, সাহিত্য ও সংগীতে ফাঁসির মঞ্চেআত্ম বলিদান এর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রথম বীর শহিদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু অমরত্বের শিলালিপিতে স্বাক্ষর করেন।

(লেখক পরিচিতি ঃ মধুসূদন দে, প্রধান শিক্ষক)

সংযোজনে রবীন্দ্রকুমার শীল ঃ বালক বিপ্লবী ক্ষুদিরামের সঙ্গে কোনও আগাম পরিচয় ছিল না প্রফুল্ল চাকির। হাওড়া স্টেশনে আসার পর প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তখন বিপ্লবী কাজে আলাপ করার কোনও রীতি নীতি ছিল না। সবাই নাম গোপন করে চলতো। তার ফলে প্রফুল্ল চাকি নিজের নাম গোপন করেন ক্ষুদিরামের কাছে। ক্ষুদিরামের আসল নামও জানতেন না প্রফুল্ল চাকি। সবাই গোপন নাম নিয়ে বিপ্লবী দলে চলাফেরা করতো। ক্ষুদিরাম যখন বোমা ছুঁড়ে ছিলেন তখন সেখানে একজন বাঙালি উকিল ছিলেন। তাঁর নাম উপেন্দ্রনাথ সেন। তিনি আবার 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। তবে এটা জানার প্রয়োজন রয়েছে যে ক্ষুদিরামকে আগে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য নির্বাচিত করা হয়নি। বিপ্লবী বালক সুশীল সেনকে বিপ্লবী নেতারা কিংসভোর্ডকে মজফফরপুরে হত্যা করার জন্য পচ্ছন্দ করেছিল। কিন্তু সুশীল সেনের পিতা অসুস্থতার সংবাদে তাঁকে আর মজফফরপুরে পাঠানো হল না। তার পরিবর্তে ক্ষুদিরামকে পচ্ছন্দ করে বিপ্লবী নেতারা কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য।)

সম্পাদক সমীপেষু

জনপ্রিয় অভিনেতা দুর্গাদাস বাড়ুজ্জে

তাঁর হাঁটা - চলা, চলনে বলনে দৃপ্ত একটা ভঙ্গি সেই সময়ের হিরো বানিয়ে দিয়েছিল। উত্তমকুমারের আগে তিনিই বাংলা সিনেমার যথার্থ 'স্টার', বাঙালির 'ম্যাটিনি আইডল'। অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, যদিও আমি জানি ভারতবর্ষের সিনেমাথিক অ্যাকটিংয়ের জনক প্রমথেশ বড়ুয়া। কিন্তু দুর্গাদাস- ই ছিলেন আমার হিরো। উনিই একমাত্র হিরো যিনি সিনেমা ও থিয়েটার দুটোর একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সংক্ষিপ্ত। কিন্তু অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মানে সুললিত কণ্ঠ, পরিস্কার উচ্চারণ, অভিব্যক্তি প্রকাশে অনবদ্য দক্ষতা,সব মিলিয়ে তিনি কিংবদন্তি। সত্যিই অভিনেতা হিসেবে বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মাধুর্যমণ্ডিত চেহারা আর বাকবিভূতির গুণে অতি সহজেই ভক্তদের মন জয় করে নিতে পেরেছেন।

দুর্গাদাসের ডাক নাম ' ঘন্টা' কারণ জমিদার পরিবারের সন্তান দুর্গাদাসের জন্মদিনে গৃহ ঘন্টাধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। সেদিন ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে ৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩। অন্নপ্রাশনের সময়ে তাঁর নাম রাখা হয় দুর্গাচরণ। পরবর্তী সময়ে দুর্গাদাস নিজের নাম কিছু বদলে নেন।

ছোট্ট বয়স থেকে শিল্পানুরাগী, তাদের বাড়িতে গান-বাজনা হত। গ্রামে রথের মেলা,দোলের মেলায় নাটক আর নির্বাক চলচ্চিত্র দেখে মনে মনে অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। পড়াশোনার থেকে আঁকার দিকে অগ্রহ। একসময়ে ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। অভিভাবকরা চাইলেন জমিদার পরিবারের ছেলে এবার জমিদারি সামলাক। কিন্তু পরিবারের ইচ্ছে কে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে ম্যাডান কোম্পানিতে অঙ্কন শিল্পী হিসেবে যোগ দিলেন দুর্গাদাস। তখন নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। বর্ণনা লেখার কাজ সে যুগে অনিবার্য। এরমাঝে বিয়ে করলেন হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা বীণাপাণি দেবীর সাথে।

জীবনে প্রথম বার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন ' আঁধারে আলো ' নামের ছবিতে। কিন্তু দুর্গাদাস বিপুল জনপ্রিয়তা পেলেন ' দুর্গেশনন্দিনী'তে অভিনয় করে। একটা সময় সিনেমার সাথে নাটকে দাপটের সাথেই অভিনয় করেছেন। ' চিরকুমার সভা'য় পূর্ণর ভূমিকায় অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েছেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্রে দুর্গাদাস প্রতিটি চরিত্রে যেন অন্যকে ছাপিয়ে যেতেন। চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনয়ে সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। নির্বাক ও সবাক যুগের সিনেমায় তিনি একই রকম জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রথিতযশা অভিনেত্রী নীহারবালা বলেছিলেন হাততালি আমরা অনেকেই পাই। কিন্তু সোনার চুড়ির উচ্ছ্বসিত হাততালি একমাত্র দুর্গাদাস পেয়ে থাকেন। শোনা যায় অনেক সময় নিজের পকেটের টাকা দিয়ে নাট্যকর্মীদের বেতনের টাকা মেটাতেন। সিনেমা থিয়েটার দুই জায়গায় সেই সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের প্রথম পছন্দ অবশ্যই নাটক। বলতেন, মঞ্চের আলোর সামনে অসংখ্য কালো মাথা যখন দেখতে পাই তখন আমার শিরা উপশিরা তাথৈ তাথৈ করে নেচে ওঠে। নরেশ মিত্র দুর্গাদাসকে সিনেমায় আনেন। নির্বাক যুগে কপালকুণ্ডলা, ইন্দিরা থেকে সবাক যুগের ' দেনা পাওনা' ' পরপারে', ' দেশের মাটি' ' বিদ্যাপতি ' সর্বত্র তাঁর অভিনয়ের জয়গান। অনেকের মতে 'প্রিয় বান্ধবী 'ছবিতে তিনি জীবনের সেরা অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রয়াণে গোটা বাংলায় শোকের ছায়া নেমে আসে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী দুর্গাদাসকে মরণ- বিজয়ী আখ্যা দেন। **-কালিপদ সরকার।**

আর জি করের মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস খুনের ঘটনায় নিরাপত্তার দাবীতে কর্মবিরতি বর্ধমান হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ আগস্ট ঃ আর.জি.কর হাসপাতালে হলো রেপ, কর্তৃপক্ষের মুখে টেপ এবং উই ওয়ান্ট জাস্টিস বিভিন্ন স্লোগানের মধ্যে দিয়ে কর্মবিরতি পালন করছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তারেরা। শ'খানেক ডাক্তারের কর্মবিরতিতে বন্ধ আউটডোর পরিষেবা। আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককের নৃশংসভাবে মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শুরু হয়েছে কর্মবিরতি । এই কর্মবিরতি কর্মসূচি থেকে বাদ গেলো না বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালও। জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়ার ডাক্তার থেকে পিজিটি সকলেই এদিন শনিবার সকালে থেকেই তারা কর্মবিরতি শুরু করেন। জরুরি বিভাগের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তারেরা। এই মুহুর্তে আংশিকভাবে জরুরী বিভাগ ও সম্পূর্ণভাবে আউটডোরে পরিষেবা বা অস্ত্রোপচার করছেন না জুনিয়র চিকিৎসকরা বলে জানাগেছে। হঠাৎ এই কর্মবিরতির জেরে বর্ধমান মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের মতো বড় হাসপাতালের ভেঙে পরছে রোগী পরিষেবা। কর্মবিরতিতে যোগ দেওয়া ডাক্তারদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রাতে কর্মরত অবস্থায় এক মহিলা ডাক্তারের নৃশংসভাবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। হাসপাতালে বাইরে নয় ভিতরেই ঘটেছে এই ঘটনা। রাজ্যের এতো বা হাসপাতালের মহিলাদের নিরাপত্তা যদি না থাকে তা হলে অন্যান্য হাসপাতালে নিরাপত্তা কি থাকবে। অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালের ডাক্তারদের নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। বর্ধমান হাসপাতালের আন্দোলনরত মহিলা ডাক্তারদের অভিযোগ, হাসপাতাল কে তারা কর্মক্ষেত্র নয় নিজেদের বাড়ির মতো মনে করে। রাতে ডিউটি করতে একটি বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিংয়ে যাতায়াত করতে হয়, এখন তাদের ভয় লাগছে। রাতে সেই রকমভাবে নিরাপত্তা রক্ষীদের দেখা না মেলায় আতঙ্কিত তারা। ডাক্তারদের দাবী, অবিলম্বে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে যাতে ফের আর.জি. কর মতো ঘটনা না ঘটে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ডাঃ শর্মিষ্ঠা রায়, ডাঃ সৌরভ সরকাররা জানিয়েছেন, অন ডিউটি অবস্থায় তারা যখন হাসপাতালে ডিউটি করতে ঢোকেন তখন তারা এই হাসপাতালটিকেই তাদের ঘর মনে করেন, নিরাপদ মনে করেন। কারন তারা জানেন তাদের কিছু সমস্যা বা অসুবিধা হলে মাথার উপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আছেন যারা তাদের কোন অসুবিধা হতে দেবে না। কিন্তু ৩৬ ঘন্টা ডিউটি করার পর একজন মহিলা চিকিৎসককে কেন সেমিনার রুমের মত একটি নিরাপত্তাবিহীন জায়গায় ঘুমাতে যেতে হচ্ছে সেটা কিন্তু ভাববার বিষয়। কেন মহিলা চিকিৎসকদের জন্য আলাদা কেন রেস্ট রুম নেই সেই প্রশ্নটা করা উচিত কর্তৃপক্ষ কে। পশ্চিমবঙ্গের কোন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই মহিলা চিকিৎসকদের কাছে নিরাপদ নয়। নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। পুরুষ মহিলা উভয় চিকিৎসকদের জন্যেই নিরাপত্তার প্রয়োজন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আউটডোর পরিষেবা কোথাও বন্ধ হয়নি। সবকিছু আগের মতই চলছে। আন্দোলনকারীরা আরও নিরাপত্তার দাবী করেছে। তাদের দাবী অনুযায়ী হাসপাতালের পক্ষ থেকে আরও সিভিক পুলিশ চাওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত সিভিক পুলিশ এলে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা একটু বাড়ানো যাবে। এদিন প্রিন্সিপালের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা তাদের কর্মবিরতি তুলে নেয়।

অসম বাংলা সীমানায় মহাসড়ক অবরোধ আলুর গাড়ি চালকদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ আগস্ট ঃ অসম বাংলা সীমানায় আলুর ট্রাক চালকদের অবরোধে অচল ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর। কয়েক কিলোমিটার লম্বা লাইন তৈরী হয়েছে গাড়ির। কোনো গাড়িই উত্তর পূর্বের রাজ্য গুলোতে ঢুকতে পারছে না এই অবরোধের কারণে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলার আলু ভিনরাজ্যে রফতানি বন্ধ। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে উত্তর পূর্বের রাজ্যে যাবার পথে অসম বাংলা সীমানার বারোবিশার

কাছে, বাংলার আলুর গাড়ির সঙ্গে ভিনরাজ্য থেকে আসা আলু বোঝাই গাড়ি আটকে রেখেছে জেলাপ্রশাসন। কোনো গাড়ি তিন দিন কোনো গাড়ি পাঁচ দিন থেকে আটকে রয়েছে অসম সীমানার কাছে। ট্রাক চালকদের অভিযোগ কোনো কারণ না দেখিয়েই আটকে রাখা হয়েছে আলুবোঝাই গাড়ি গুলো। তাদের আরো অভিযোগ ইতিমধ্যেই পচতে শুরু করেছে গাড়িতে থাকা আলু। অনেকেই ঋণ করে গাড়ি ও আলু কিনেছেন। তাদের বক্তব্য এই ক্ষতির দায় কে নেবে। শুক্রবার বিকেলে কিছুক্ষনের জন্য মহা সড়ক অবরোধ করেছিল চালকরা। তারপর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা আলোচনা করে চালকদের জানানো যে শনিবার সকালে আটকে থাকা গাড়িগুলো ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু শনিবার সকালেও গাড়ি না ছাড়ায়, ফের মহা সড়ক অবরোধ করে চালকরা। সকাল দশটা থেকে চলছে অবরোধ।

শীতলকুচি সীমান্ত হয়ে ভারতে ঢুকতে চাইছেন বাংলাদেশিরা, সতর্ক বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ আগস্ট ঃ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এখনও শান্তি ফেরেনি বাংলাদেশে, সে দেশের নানা প্রান্তে হিন্দু- সহ সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের খবর আসছে প্রতিনিয়ত। এই অবস্থায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় জমাচ্ছেন সে দেশের সংখ্যালঘুরা। সবাই ভারতে আসতে চাইছেন। শনিবার সকালেই কোচবিহারের শীতলকুচি সীমান্তে, বাংলাদেশ ভূখণ্ডে জড়ো হয়ে থাকতে দেখা যায় বহু বাংলাদেশিকে। তাঁরা সবাই ভারতে আসতে চাইছেন। এরই প্রেক্ষিতে সতর্ক রয়েছে বিএসএফ। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট ও হিংসার মধ্যেই প্রতিবেশী দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হন ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে। তাঁরা কোচবিহারের শীতলকুচি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। সবাইকে বিএসএফ আটক দেয়। রহিম মিয়া নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, আমরা যখন আমাদের গবাদি পশুর জন্য খাবার সংগ্রহ করতে সেখানে গিয়েছিলাম, তখন দেখি বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে এবং তাঁরা আমাদের গেট খুলতে বলে। যখন বিএসএফ সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হন, তাঁরা গেট খুলতে অস্বীকার করেন এবং তাঁদের ফিরে যেতে বলে... তাঁরা যদি আসে, তাহলে আমাদের দেশের ক্ষতি হবে...শনিবার আমরা কাউকে দেখিনি। আমরা চাই তাঁরা নিজেদের দেশে থাকুক।

জগন্নাথ এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবিতে দাঁতনে রেল অবরোধ, দুর্ভোগ সাধারণের

দুরন্ত বার্তা, দাঁতন, ১০ আগস্ট ঃ জগন্নাথ এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি তুলে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে রেল অবরোধ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, দাঁতন ভট্টর কলেজের পড়ুয়া-সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। অবরোধকে ঘিরে যাতে পরিস্থিতি অশান্ত না হয়, তাই এলাকায় মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এই অবরোধ কর্মসূচি চলে বলে জানা গেছে। অবরোধে আটকে পড়ে ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি এক্সপ্রেস ট্রেন। রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন বহু রেলযাত্রী।

অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প

কলকাতা, ১০ আগস্টঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি প্রতিদিনই মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীদের সক্ষম করার জন্য, মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিরতিতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করছে। উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক ফিল্মগুলি (কীভাবে এই গ্রাহক বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয়) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। আজ ১০.০৮.২০২৪ তারিখে ব্লু লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপটি এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় সেই সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রোর যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

আর জি করের ঘটনায় বিক্ষোভ আন্দোলনে মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি , ১০ আগস্ট ঃ কলকাতা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মৌমিতা দেবনাথের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার ঢেউ আছড়ে পরলো উত্তরের মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে। শনিবার জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পড়ুয়া ডাক্তারদের পক্ষ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় কলেজের হোস্টেলের ক্যাম্পাসে। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সুপ্রদীপ নস্কর সহ অন্যান্য ডাক্তার পড়ুয়ারা বলেন, সরকারের কাছে একটাই দাবী এই নৃশংস ঘটনার পেছনে যে বা যারা রয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে অবিলম্বে। অন্যদিকে, শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি জেলা ডি ওয়াই এফ এর পক্ষ থেকে এই নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসক তথা স্নাতক বিভাগের ছাত্রী মৌমিতা দেবনাথকে সঞ্জয় রায় নামক এক সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রথমে ধর্ষণ করে এবং পরবর্তীতে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে পুলিশ এবং ফরেন্সিক দফতরের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। এরই প্রতিবাদে রাজ্যের অন্যান্য

স্থানের সঙ্গে এদিন জলপাইগুড়ি শহরের বাবু পাড়া মোড় অবরোধ করে সিপিআইএম দলের যুব সংগঠন সাড়া ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী সমর্থকরা। এই প্রসঙ্গে সংগঠণের জেলা সম্পাদক প্রদীপ দে, ক্ষোভের সঙ্গে জানান, সরকার ঘুমিয়ে আছে, সে কারনেই রাজ্যের গর্ব আর জি কর হাসপাতালের মতো জায়গায় এক মহিলা চিকিৎসক তথা ছাত্রীকে এমন পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে অকালে চলে যেতে হয়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এই পথ অবরোধ।

অশ্বিনী বৈষ্ণব, রেল মন্ত্রী, ১০.০৮.২০২৪ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দফতর, গার্ডেন রিচ, কলকাতায় ভার্চুয়াল প্রেস মিটে যোগদানকারী মিডিয়া ব্যক্তিরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতীয় রেল জুড়ে আটটি (৮)টি নতুন লাইন প্রকল্পের মন্ত্রিসভা অনুমোদনের বিষয়ে মিডিয়াকে ব্রিফ করছেন।

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি, ভাইয়ের ঘুঁসিতে খুন দাদা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ আগস্ট ঃ তর্কাতর্কির মধ্যেই দাদার বুকে ঘুঁসি। সেই ঘুঁসিতেই মৃত্যু হল দাদার। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বালাবাড়ি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম আব্দুল কাদের। বয়স ৬১ বছর। অভিযুক্ত ভাইয়ের নাম আব্দুল গনি। তারা সম্পর্কে কাকাতো ও জ্যাঠতুতো ভাই। ছোটখাটো কথা নিয়ে তর্কাতর্কি থেকে ঘটে গেল এতবড় কাণ্ড। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই দুই ভাইয়ের একই এলাকায় চা বাগান রয়েছে। শনিবার ওই চা বাগানে যাওয়ার রাস্তা নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত। মৃতের স্ত্রী সাজেদা খাতুন বলেন, আমাদের চা বাগানের গেট দিয়ে আব্দুল গনি নিজের চা বাগানে যাতায়াত করে। কিন্তু গেট খুলে গেলেও বন্ধ করে না। প্রতিদিন এভাবে গেট খুলে রাখায় গরু-ছাগল ঢুকে চা বাগানের ক্ষতি করে দেয়। এই নিয়ে আব্দুল গনির দাদা মনিরুল হকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। সে সময় আব্দুল গনি হঠাৎ আমার মাথায় আঘাত করে। এরপর আমার স্বামীকে প্রথমে ছাতা দিয়ে মারধর করে এবং পরে বুকে ঘুসি মারলে স্বামী জলের মধ্যে পড়ে যায়। সেখান থেকে অচৈতন্য অবস্থায় স্বামীকে উদ্ধার করে প্রথমে ফুলবাড়ীর এক বেসরকারি হাসপাতাল এবং পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা স্বামীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আমি অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাবো। সাজেদা আরও বলেন, আমি, আমার স্বামী আর একজন লেবার কাজ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য জমিতে গিয়েছিলাম। তখন ওর বড়ভাই যাচ্ছিল। আমাদের জমির ভেতর দিয়ে ওদের চা বাগান যেতে হয়। ওদের রাস্তা নেই। ওরা গেট খুলে রেখে চা পাতা তোলে। এনিয়ে আমি কথা বলছিলাম। ওকে বললাম তোমাদের লেবাররা গেট খুলে চা পাতা তোলে। এদিকে গরু- ছাগল ঢুকে আমার ফসল খেলে নিচ্ছে। এই নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। ও বলে এটা তারা দাদুর জমি। এদিকেই সে যাবে। ওই তরর্তর্কির মধ্যে ওর ভাই গনি বাড়ি থেকে ছুটে এসে আমার মাথায় মারল। তার পর আমার বরকে প্রথমে ছাতা দিয়ে মারল। পরে বুকে ঘুঁসি মারল। সেই গুঁসি খেয়েই ও জলে পড়ে যায়। এরপর ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ওকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

যাত্রীবাহী বাস থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুটি কার্তুজ উদ্ধার, গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১০ আগস্ট ঃ শনিবার ভোররাতে একটি যাত্রীবোঝাই বাস ঝাড়খণ্ডের গিরিডি থেকে কলকাতার দিতে আসছিল। ওই যাত্রীবাহী বাসটিকে আসানসোলের ডুবুরডিহি চেকপোস্টে দাঁড় করানো হয়। কুলটি থানা ও চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশ বাসে আচমকা তল্লাশি শুরু করে। যাত্রী সেজে থাকা এক যুবকের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ৪ এখনও পর্যন্ত ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এসিপি পশ্চিম শেখ জাবেদ হোসেন জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কুলটি থানা ও

চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশ আসানসোলের ডুবুরডিহি চেকপোস্টে বাসটিকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায়। এক যাত্রীর ব্যাগ থেকে এই ৪ টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মহম্মদ সেলিম আনসারি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেলিমের ব্যাগেই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ পাওয়া গেছে বলেই খবর। বাসচালক মহম্মদ মকসুদ জানান, ধৃত মহম্মদ সেলিম আনসারি প্রায় এই বাসে যাতায়াত করে। গিরিডি থেকে সে ওঠে। বর্ধমানে নেমে পড়ে। তারা দুজন থাকে। একজনকেই পুলিশ শনিবার ভোররাতে গ্রেপ্তার করে। অপর অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ। শনিবার তাদের আসানসোল আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করবে বলেই খবর। এই ঘটনার ফলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে একই পরিবারের তিন সদস্যের রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১০ আগস্ট ঃ একই পরিবারের তিন সদস্যের রহস্যমৃত্যু। ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার স্বামী, স্ত্রী ও পাঁচ বছরের কন্যাসন্তানের দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের খাগড়া এলাকায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, স্ত্রী ও সৎ মেয়েকে খুনের পর আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী। জানা গেছে, মৃতদের নাম সুজয় মণ্ডল (২৮), শোভা দাস (২২) ও শিশুকন্যা আরাধ্যা দাস (৫)। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের খাগড়া এলাকার সৈদাবাদের কেদার মাহাতো লেনে ভাড়া থাকতেন তাঁরা। শনিবার সকালে প্রতিবেশীরা খুদেকে দেখলেও বাকি কাউকে দেখেননি। পরে দুপুরের দিকে ঘর থেকে উদ্ধার হয় দেহ। ইতিমধ্যেই পুলিশ দেহগুলো উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে মানসিক অবসাদের কারণেই স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন যুবক। প্রসঙ্গত, মৃত শোভা দাসের আগেও বিয়ে হয়েছিল। একবছর আগে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর প্রথমপক্ষের স্বামীর। চারমাসের মাথায় অন্য যুবককে বিয়ে করেন। নতুন করে সংসার শুরু করেন। কিন্তু সংসার খুব সুখের হয়নি। পরিবারের অশান্তি লেগেই থাকতো। সেই অশান্তির কারণেই স্ত্রী ও সৎ মেয়েকে কে খুন করে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত? তা স্পষ্ট নয়। মৃতদেহ তিনটি উদ্ধার করে বহরমপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শান্তিপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ আগস্ট ঃ নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৌতম প্রসাদ গোস্বামীর বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রাধা কৃষ্ণ গোপাল জিউ বিগ্রহের এই বাড়িতে শনিবার সকালে হঠাৎ করে দোতলার ঘর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, বন্ধ ঘরে আগুন লেগেছে। তৎক্ষণাত্ শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষকে অবহিত করা হয়। চেয়ারম্যানের নির্দেশে শান্তিপুর দমকল বিভাগের আধিকারিকরা দ্রুত আগুন নেভানোর জন্য পৌঁছে যান। বাড়িতে কেউ উপস্থিত না থাকায় বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তবে, আগুনের তীব্রতা কম থাকলেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। দমকল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শন করেছেন এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হলো, তা জানতে দমকল আধিকারিকরা তদন্ত শুরু করেছেন। এলাকাবাসী এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন।

তুফানগঞ্জ থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশী ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ আগস্ট ঃ তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের ধলপল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হলো বাংলাদেশী এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম শাহানুর আলম যদিও তিনি ধলপল এলাকায় শাহিন আলম নামে পরিচয় দিয়ে থাকতেন। গতকাল গোপন সূত্রে ভিত্তিতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযানে নেমে ওই ব্যক্তির শ্বশুরবাড়িতে হানা দেয়। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে স্বীকার করে নেয় যে তিনি বাংলাদেশী। এরপরই তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ আজ তাকে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে পেশ করা হয়। এই বিষয়ে ধৃত ওই ব্যক্তি জানান আজ থেকে প্রায় ২০ থেকে ২৫ বছর আগে ছোটবেলায় বাংলাদেশের কাঁটাতার পেরিয়ে প্রথমে অসমে তিন থেকে চার বছর আশ্রয় নেয়। এরপর ভিন রাজ্যে কাজে যায়.পরবর্তীতে ভিনরাজে কাজ করে তুফানগঞ্জে এসে ধলপল এলাকার এক যুবতীকে বিয়ে করে সে বর্তমানে শ্বশুর বাড়িতেই রয়েছেন। এমনকি সে ভারতীয় আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড বানিয়েছেন বলেও দাবি করেন ধৃত ব্যক্তি।

সবুজায়নের লক্ষ্যে জলদাপাড়ার জঙ্গলে ট্রি টপ প্লান্টেশন বনবিভাগের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ আগস্ট ঃ সবুজায়নের লক্ষ্যে এবারে ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। ট্রি টপ প্লান্টেশন এর মধ্য দিয়ে সবুজ বিপ্লব ঘটতে চলেছে বলে দাবি বনকর্তাদের। বর্ষাকালেই পালিত হয় বন মহোৎসব। এই উপলক্ষ্যে বর্ষাকাল জুড়ে ট্রি টপ প্লান্টেশন করা হল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন প্রান্তে। কি এই ট্রি টপ প্লান্টেশন? বড় গাছের ডালে গাছের চারা রোপন করা। বস্তুত বট, অশ্বথ, ডুমুর, পাকুর গাছের বীজ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নার্সারিতে রেখে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তার থেকে চারাগাছ বের হতে সেগুলিকে বড় গাছের ডালে মাটির মন্ড ও চটের বস্তা সমেত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যদিও বন্যপ্রাণীর ভয় রয়েছে, বিশেষ করে হাতি এই চারা গাছ নষ্ট করবে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। তবুও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন বনকর্তারা। ২০০ চারা গাছ বিভিন্ন গাছের মগডালে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জলদাপাড়ার নর্থ, ইস্ট, ওয়েস্ট, চিলাপাতা, কোদালবস্তি এলাকায় হয়েছে ট্রি টপ প্লান্টেশন। চারা গাছ গুলির উপর নজর রাখা হবে জিপিএস সিস্টেমের মাধ্যমে। বন বিভাগের তরফে জানা গেছে পরবর্তীতে আরো চারা গাছ রোপন করা হবে।

চিকিৎসক নিগ্রহ ও আরজিকরের ঘটনায় বিক্ষোভ মালদার বুলবুল চন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ আগস্ট ঃ মালদার হবিবপুরের বুলবুলচন্ডী আর এন রায়.গ্রামীণ হাসপাতালে হবিবপুরের বিডিও অংশুমান দত্তের দ্বারা চিকিৎসক দীপাঞ্জন মন্ডলকে নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ । মারধরের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। শনিবার দুপুরবেলা ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীরা সকলে মিলে কর্মবিরতি পালন করেন। এদিন হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিডিও-র বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে ধিক্কার মিছিল বের করে । প্রায় দুই ঘন্টা কর্মবিরতি রাখেন। হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অভিযুক্ত বিডিওর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে আরজি করের ঘটনার, সাথে মালদার হবিবপুরের বুলবুলচন্ডী আর এন রায় হাসপাতালে হবিবপুরের বিডিও অংশুমান দত্তের দ্বারা চিকিৎসক দীপাঞ্জন মন্ডলকে নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ । প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার রাতে মালদার হবিবপুর ব্লকের বিডিও অংশুমান দত্ত তার স্ত্রীকে নিয়ে স্থানীয় বুলবুল চন্ডী আর এন রায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। সেখানেই এক চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিডিও র বিরুদ্ধে, এমনকি হবিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের ও করা হয়। ঘটনাটিতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বুলবুলচন্ডী হাসপাতালে।

বন্ধ পারাপার, আর্থিক অনটনে মাঝিরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ আগস্ট ঃ মালদার মানিকচকে নৌকা পারাপারে মিলছে না অনুমতি কপালে চিন্তার ভাঁজ মাঝিদের। কোন এক অজানা কারণে দীর্ঘদিন ধরেই মানিকচক ঘাট থেকে রাজমহল পর্যন্ত নৌকা পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দাবি স্থানীয় মাঝিদের। কারণ জানতে প্রশাসনের দরবারে বারবার আর্জি দিয়েও মিলছে না কোন সুরাহা। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে কয়েকশো মাঝি ও তাদের পরিবার। কিভাবে দিন কাটবে তার নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ মাঝিদের। মালদা জেলার মানিকচক গঙ্গার ঘাট দুই রাজ্যের সন্ধি স্থল। বাংলা ও ঝাড়খন্ড রাজ্যকে জুড়েছে এই গঙ্গা নদী। ফলে দুই রাজ্যের প্রতিদিনের যোগাযোগের মাধ্যম বলতে রয়েছে একটি লঞ্চ পরিষেবা যা নির্ধারিত সময় মত চলাফেরা করে । বাকি যাত্রীরা নৌকা পরিষেবা নিয়ে পারাপার করেন। তবে বর্তমানে মাঝিদের প্রশ্ন কবে মিলবে নৌকা পারাপারের অনুমতি? অন্যদিকে মাঝিদের অভিযোগ নৌকা পরিষেবা বন্ধ থাকার দরুন লঞ্চ পরিষেবায় নির্ধারিত ভাড়ার থেকে অনেক বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের কাছ থেকে। লঞ্চ পরিষেবায় যাত্রীরা কোন কারনে সময় মত লঞ্চ ধরতে না পারলে দীর্ঘক্ষন অপেক্ষা করতে হচ্ছে ফলে যাত্রীদেরকে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মাঝিদের দাবি শীঘ্রই পূরণ হোক এবং পুনরায় নৌকা পারাপার বহাল করুক প্রশাসন এই আরজি মাঝিদের মুখে। এখন দেখার বিষয় কবে চালু হচ্ছে মানিকচক ঝাড়খন্ড ফেরি ঘাটে পারাপার।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত রিসোর্ট

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ আগস্ট ঃ আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে ফের হানা দিল হাতি। শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। হাতির হামলায় একটি রিসোর্ট সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় একজনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সূত্রের খবর, গভীর রাতে একটি হাতি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাদারিহাট এলাকায় ঢুকে পড়ে। এরপর খাবারের সন্ধানে একটি রিসর্টে হানা দেয় হাতিটি। হাতির আক্রমণে রিসোর্টটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাতির হামলায় অনেকেই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে জলদাপাড়া বন দফতরের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটিকে বনের দিকে পাঠায়। মাদারিহাট এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণে মানুষ আতঙ্কে রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুজাতা রায়চৌধুরী, স্বামী অর্জিত রায়চৌধুরী, ইংরাজি ৩১।০৩।২০২৪ তারিখে D. S. R- III, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অফিসে নিবন্ধিত আমোক্তার অর্জিত রায়চৌধুরীর নিকট হইতে D. S. R- III, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অফিসে নিবন্ধিত 3010/ 2024 এবং 3377/ 2024 নং আমোক্তারনামা মাধ্যমে 160309143 নং দলিল মারফত ১২.৮৭ শতক জমি ক্রয় করিয়াছেন, যাহার মৌজা ঃ রামচন্দ্রপুর, জে. এল নম্বর 58, L. R Dag 915, L. R. Khatian 4560, 4559, যাহা সুজাতা রায়চৌধুরীর নামে নামপত্তন জন্য আবেদন করা হয়েছে যার শুনানির তারিখ ১৩।০৮।২০২৪ (কেস নং MN/ 2024/1615/17840)। যদি কারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকে সোনারপুর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

(SUDIP KR BHAUMIK)
Advocate
Mobile: 7003968892

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENTDER NOTICE
SNIT No.- EE/MID/SNIT-10/ 2024-25

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application 13.08.2024 & Time upto 12.00 PM Details may be had from the ofifrce of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

Corrigendum

This is to inform you that the Bid Opening date (online) should be read as 19.08.2024 (13.00 hrs.) instead of 19.08.2023 (13.00 hrs) of the e-tender notice of Mandaran Gram Panchayat which was published on 10.08.2024. All other details will remain unchanged.

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এন-২০২৪-কে-৮, তারিখঃ ০৮-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১; টেন্ডার নংঃ** এন-২০২৪-কে-৮, **কাজের নামঃ** সিনি. ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার ইয়ার্ডে স্লিপার পিটি নং. ৩৭৩ এবং ২৮৬ (২ সেট) সহ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ (এফএস) দ্বারা বিদ্যমান ৬০ কেজি রেল ১ ইন ১২ (এফএস)-এর বিজি টিটিআর (পি), স্লিপার পিটি নং. ৩৬১, ৩৬৩, ২৫৮, ২৫৯, ২৫৪, ২৫৩, ২৬৪, ২৭৬, ২৩৮, ২৬৯, ২৭০, ২০৬, ২০৪, ২৪৮, ২৪৯, ২৩৯, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৭৭, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৮১, ৩৭২, ৩৮৩, ৩১৮, ৩৫৩ (২৬ সেট) ব্যতীত ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫ (এফএস) দ্বারা বিদ্যমান ৫২ কেজি রেল ১ ইন ৮.৫ (এফএস)-এর বিজি টিটিআর (পি), স্লিপার পিটি নং. ৩৮২, ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৭৫, ৩০৫, ৩১৯, ৩২০, ৩৫৪, ৩২৫, ৩১৬, ৩২০, ২৩৬, ২৩৭, ২৬৫, ৩৩৬ (১৫ সেট) ব্যতীত বিদ্যমান ৫২ কেজি রেল ডিএস -এর বিজি টিডিএসআর (পি)-এর সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২৭,২৯,৫৩৩.৫৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫৪,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ৩০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

খাওয়া- দাওয়া

আপনি নারকেলের দুধে চিংড়ি রাঁধবেন যেভাবে

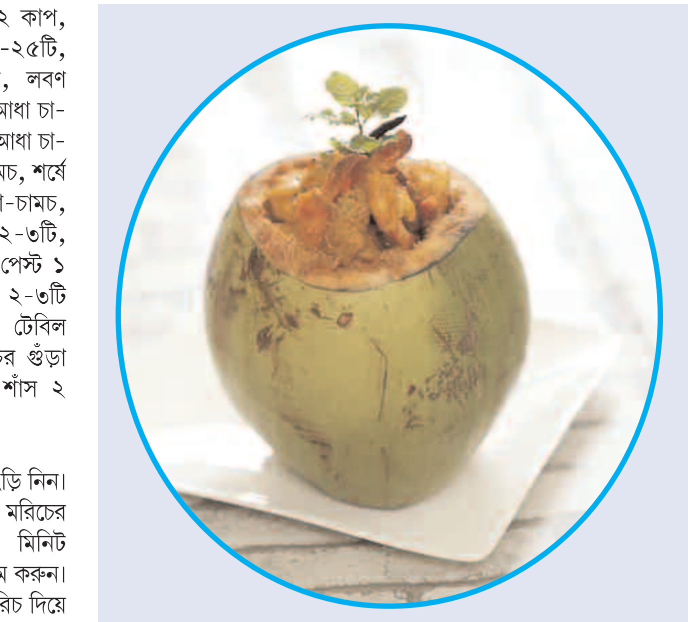

উপকরণঃ নারকেল দুধ ২ কাপ, বড় আকারের চিংড়ি ২০-২৫টি, ডাবের জল আধা কাপ, লবণ পরিমাণমতো, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, তেল আড়াই চা-চামচ, শর্ষে বাটা না আস্ত আধা চা-চামচ, শুকনা লাল মরিচ ২-৩টি, পেঁয়াজকুচি ১টি, টমেটো পেস্ট ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ২-৩টি চেরা, তেঁতুলের মণ্ড ১ টেবিল চামচ, কালো গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, ডাবের শাঁস ২ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ একটি বাটিতে চিংড়ি নিন। লবণ, হলুদগুঁড়া এবং লাল মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে ১০-১৫ মিনিট রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করুন। শর্ষে এবং শুকনো লাল মরিচ দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভাজুন। পেঁয়াজ দিন, নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার টমেটো পেস্ট, লবণ, লাল মরিচের গুঁড়া এবং হলুদগুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মেশান। নারকেল জল দিয়ে মসলা কষান। চিংড়ি দিয়ে উচ্চ তাপে ২-৩ মিনিট ভাজুন। নারকেল দুধ, চেরা সবুজ মরিচ, গুঁড়া কালো গোলমরিচ, ডাবের শাঁস এবং তেঁতুলের মণ্ড দিন এবার। ভালোভাবে মেশান। ১-২ মিনিট রান্না করুন। ভাত দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

ডালের বড়ি দিয়ে ইলিশ মাছ

উপকরণঃ ইলিশ মাছ ৪ টুকরা, ডালের বড়ি ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজবাটা আধা কাপ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, কালিজিরা সামান্য, কাঁচা মরিচ ২-৩টি, শর্ষের তেল ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো ও গরম জল ৬ কাপ।

প্রণালিঃ ইলিশ মাছে সামান্য পরিমাণে লবণ ও হলুদ মেখে নিন। প্যানে আধা কাপ তেল গরম করে নিন। ডালের বড়ি ভেজে তুলে নিন। বাকি তেলে মাছ ভেজে নিন। একই তেলে কালিজিরার ফোড়ন দিন। একে একে বাকি সব মসলা দিয়ে কষিয়ে গরম জল দিন। জল ফুটে এলে ভেজে রাখা ডালের বড়ি ও মাছ দিয়ে দিন। ঝোল কিছুটা কমে এলে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ড্রোন হামলা

নাইপাইডু, ১০ আগস্টঃ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পলায়নরত রোহিঙ্গাদের ওপর এক ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে নারী-শিশুসহ অনেকে নিহত হয়েছেন। পরিবারের সবাই মারা গেছেনএমন একাধিক পরিবারও রয়েছে। হতাহত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের জন্য সীমান্তে অবস্থান করছিলেন। চারজন প্রত্যক্ষদর্শী, অধিকারকর্মী ও একজন কূটনীতিকের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, নিহত হওয়া মানুষের সংখ্যা ২০০-এর বেশি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, তিনি নিজে কমপক্ষে ৭০টি মরদেহ দেখেছেন। রয়টার্স হামলার স্থানটি নিশ্চিত হতে পেরেছে। এটি মিয়ানমারের উপকূলীয় শহর মংডুর ঠিক বাইরে অবস্থিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, সেখানে কাদামাটির ওপর এখানে-সেখানে লাশের স্তূপ পড়ে আছে।

অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন কমলা হ্যারিস

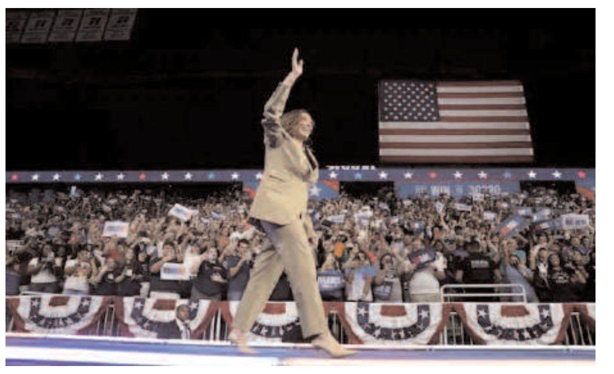

ওয়াশিংটন, ১০ আগস্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারকাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান প্রার্থীরা। এরই অংশ হিসেবে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস শুক্রবার অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। পশ্চিমাঞ্চলে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঠেকানোর চেষ্টায় সেখানে জোর প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। একই দিন ট্রাম্পও পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার চালিয়েছেন। সম্প্রতি নিজের রানিং মেট হিসেবে মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজের নাম ঘোষণা করেন কমলা। এর পরই এই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী নির্বাচনী প্রচার চালাতে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এক সপ্তাহের সফর শুরু করেছেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সাত অঙ্গরাজ্যে প্রচার চালাতে চান। শুক্রবার কমলা অ্যারিজোনায় প্রচার চালানোর সময় লাতিন নাগরিক অধিকার সংস্থা লুলাক আদেলান্তের রাজনৈতিক কার্যনির্বাহী কমিটির সমর্থন পেয়েছেন। সংস্থাটির পক্ষ থেকে কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে সমর্থন করার ঘটনা এটাই প্রথম। কমলা হ্যারিস সমাবেশ করার সময় কিছু ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীর ক্ষোভের মুখে পড়েন। গাজায় চলমান যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়া নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি। এ সময় কমলা বলেন, ‘যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিশ্চিত ও জিম্মিদের মুক্ত করতে প্রেসিডেন্ট (বাইডেন) এবং আমি প্রতিদিন নিরলসভাবে কাজ করছি। তাই আপনারা যা বলছেন, তা আমি সম্মান করি। তবে এখন আমরা এখানে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে এসেছি। এর আগে সপ্তাহের শুরুর দিকে মিশিগানে নির্বাচনী সমাবেশ চলাকালেও বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন কমলা। বিক্ষোভকারীরা তাঁকে বক্তব্যের মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছিলেন। রিপাবলিকান প্রার্থী ও প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও শুক্রবার পশ্চিমাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন। তিনি মন্টানা অঙ্গরাজ্যের বোজেমানে একটি সমাবেশ করেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত প্রতিটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মন্টানায় জয় পেয়েছেন রিপাবলিকানরা। উড়োজাহাজে বসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মাত্রই অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গায় অবতরণ করেছি। এটি হলো মন্টানা।’ পোস্টে ট্রাম্প আরও লিখেছেন, ‘আমি এখানে কিছু তহবিল সংগ্রহ করতে এসেছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, মার্কিন সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী টিম শিহিকে সমর্থন করতে এসেছি। আমরা মনে করি, তিনি সত্যিই ভালো করতে চলেছেন। আমরা একটি সমাবেশ করতে যাচ্ছি। অনেক মজা হবে।’ ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন টেস্টারের বিরুদ্ধে লড়বেন শিহি। আর টেস্টার চতুর্থ মেয়াদে সিনেটর হওয়ার আশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। শনিবার নেভাডার লাস ভেগাসে কমলা হ্যারিসের যাওয়ার কথা রয়েছে।

হাইলাকান্দিতে এ পর্যন্ত দু লক্ষের বেশি চারা গাছ রোপণ

হাইলাকান্দি , ১০ আগস্ট ঃ হাইলাকান্দি জেলায় অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এ বছর এখন পর্যন্ত দু লক্ষেরও বেশি চারা গাছ লাগানো হয়েছে। অমৃত বৃক্ষের পোর্টাল অনুযায়ী, আজ শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮ হাজার ৭৯৮টি গাছের চারা রোপণ করে সেলফি পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।

এর মধ্যে গ্রামীণ জীবিকা মিশনের হাইলাকান্দি শাখার এসএইচজি কর্মকর্তারা শনিবার পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৫৯টি চারা গাছ রোপণ করে সেলফি পোর্টালে আপলোড করেছেন। জেলার শিক্ষাঙ্গনগুলিতে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২১ হাজার ৮৪৭টি গাছের চারা রোপন করে সেলফি আপলোড করা হয়েছে। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত জেলায় ৫ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করে পোর্টালে আপলোড করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এদিকে ইতোমধ্যে যাঁরা পোর্টালে নাম রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁদেরকে পোর্টালে সেলফি তুলে আপলোড করতে জেলা প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নে প্রকৃতি আজ জজরিত। তাই আমাদের আজ প্রত্যেকের দরকার বেশি বেশি করে গাছ লাগানো

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মৌন মিছিল

বিলোনিয়া , ১০ আগস্ট ঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় উত্তাল মিছিল সংগঠিত করেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। আজ শনিবার বিকাল পাঁচটায় বিলোনিয়ার যোগমায়া কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে হিন্দু নাগরিক সমাজের ডাকে বিলোনিয়া রাজপথ কাঁপিয়ে বিদ্যাপীঠ কর্ণার পর্যন্ত মৌন মিছিল সংগঠিত হয়েছে। বিলোনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পায়ে পা মিলিয়ে একযোগে শামিল হন মৌন মিছিলে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ সরকার পতনের পর সে দেশের শাসনভার তুলে দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর হাতে। অল্প কয়দিনের মধ্যে গড়ে ওঠেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস। কিছুই ছিল না ঠিক, সারা বাংলাদেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে অশান্ত পরিবেশ। মাথাচাড়া দিয়েছে মৌলবাদী ইসলামিক সংগঠনগুলি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির। রাতের আঁধারে কিংবা প্রকাশ্য দিবালোকে গণহত্যা কিংবা গণধর্ষণ হয়ে উঠেছে নিত্যদিনের ঘটনা। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ধ্বংস করা হয়েছে দেশের দীর্ঘ বছরের সাক্ষ্য বহনকারী সরকারি সম্পদ। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। গণধর্ষণ কিংবা গণহত্যার রূপ নিয়েছে নিত্যদিনের ঘটনায়। শান্ত বাংলাদেশ অশান্ত হয়ে উঠেছে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে। শুধু বিরোধী শিবির নয়, পাশাপাশি হিন্দু সংগঠন থেকে শুরু করে হিন্দু পরিবারগুলির ওপর শুরু হয়েছে নির্মম অত্যাচার। দিবালোকে তুলে নেওয়া হচ্ছে মা বোনেদের। শুধু ধর্ষণ নয়, হাত-পা বেঁধে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে হিন্দু পরিবারের সদস্যদের। অগ্নি সংযোগ করা হয় হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে। আগুনের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে হিন্দুদের বাড়িঘর সহ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি। লুটপাট করে নেওয়া হয়েছে হিন্দুদের দোকানপাট। হাত-পা বেঁধে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে শরীরে। সবমিলিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি অসুরক্ষিত হয়ে পড়েছে গোটা বাংলাদেশে। এ সব ঘটনাবলির প্রতিবাদে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় মিছিল সংগঠিত করেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।

তুরস্কের প্রাচীন শহরে মাটির নিচে স্বর্ণমুদ্রা

তুরস্ক, ১০ আগস্টঃ তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলের নোশন শহর। ৮০ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা শহরটি এককালে খুবই সুরক্ষিত ছিল। সে হাজারো বছর আগের কথা। তখন শহরটি দখল করে রেখেছিলেন প্রাচীন গ্রিসের সম্রাটরা। এখন শহরটির শুধু ধ্বংসাবশেষই রয়েছে। সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে মিলেছে স্বর্ণমুদ্রাভর্তি একটি পাত্র। প্রায় ২ হাজার ৫০০ বছর ধরে সেগুলো মাটির নিচে লুকানো ছিল। নোশন শহরে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের খোঁজ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নোশন শহর দখল করে রেখেছিল গ্রিকরা। এরই মধ্যে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে একটি বাড়ির মেঝের নিচে হয়তো ইচ্ছা করেই ওই স্বর্ণমুদ্রা লুকিয়ে রেখেছিলেন কোনো ভাড়াটে সেনা। ওই সময়টাতে খুবই যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল।মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নোশন প্রত্নতত্ত্ব প্রকল্পের পরিচালক ড. ক্রিস্টোফার রাটের ভাষ্যমতে, প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় এমন মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়াটা খুবই বিরল। কেউ মুদ্রার ভান্ডার এভাবে পুঁতে রাখে নাবিশেষ করে যদি সেগুলো মূল্যবান ধাতুর হয়, আর পরে তুলে নেওয়ার ইচ্ছে না থাকে। তাই ধারণা করা যায়, স্বর্ণমুদ্রাগুলোর মালিকের সঙ্গে খুবই খারাপ কিছু ঘটেছিল। নোশন শহরে প্রাচীন গ্রিসের অনেক নিদর্শন রয়েছে, যেমন থিয়েটার, মন্দির, ঘরবাড়ি ও বাজার।

তবে হাজার হাজার বছর ধরে শহরটি নিয়ে কোনো গবেষণা বা অনুসন্ধান হয়নি। পরে এক দশক আগে ক্রিস্টোফার রাট ও তাঁর দলের সদস্যরা নোশন শহর নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। শহরটিতে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয় ২০২২ সালে।

‘হাই হিল বাধ্যতামূলক নয় কেবিন ক্রুদের’

বেজিং, ১০ আগস্টঃ চীনের একটি বেসরকারি এয়ারলাইনস প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এয়ারলাইনসটির নারী কেবিন ক্রুদের (বিমানবালা) হাই হিল পরতে হতো। কিন্তু সেই নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। এখন থেকে তাঁরা হিল ছাড়া জুতা পরতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানটির এই উদ্যোগ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। প্রশংসিত হয়েছে নানা মহলে। গত সোমবার চীনের হুনান বেসরকারি এয়ারলাইনস এয়ার ট্রাভেল তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উই চ্যাটে একটি পোস্ট দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয় উড়োজাহাজ উড্ডয়নের সময় কেবিন ক্রুদের হাই হিল পরার নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। নারী কর্মীদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য আনার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পোস্টে আরও বলা হয়েছে, কেবিন ক্রুদের হাই হিল পরা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের অংশ। তবে এই জুতার অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে ক্রুদের মধ্যে শারীরিক অস্বস্তি দেখা দেয়। এ ছাড়া বিশেষ সময়ে হিল ছাড়া জুতা স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই হাই হিল বাতিলের সিদ্ধান্ত পেশাদার চাহিদা ও যাত্রীর নিরাপত্তাউভয়ের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিনিধিত্ব করে। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মীদের ওপর চাপ কমাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নারী কর্মীরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। বোর্ডিংয়ের সময়, যাত্রীবাহী লিফট ও জেট ব্রিজ ব্যবহার করাসহ সব দায়িত্ব পালনের সময় হাই হিল নয়, সাধারণ জুতা পরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অনেক কেবিন ক্রু তাঁদের হাই হিল জুতার ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দীর্ঘ সময় উড়োজাহাজে থাকার কারণে তাঁদের পায়ের পাতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। লি ইয়ান নামের একজন নারী ১২ বছর ধরে কেবিন ক্রু হিসেবে কাজ করছেন। প্রায় এক যুগ পর গত শনিবার প্রথমবারের মতো হিল ছাড়া জুতা পরেন তিনি। ওই দিন হুনান প্রদেশ থেকে ইউনান প্রদেশে আসা-যাওয়ার সময় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা উড়োজাহাজে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন, চাকরিজীবনে প্রথমবারের মতো হিল ছাড়া জুতা পরলেন তিনি। এতে তাঁর যাত্রা ও দায়িত্ব পালন অনেক সহজ হয়েছে।

পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৃদ্ধি ২৩.২ শতাংশ

মালিগাঁও, ১০ আগস্টঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের কাছে সময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে একনিষ্ঠভাবে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে। সেজন্যই পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিকাশ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪-এর জুলাই মাসে বিভিন্ন পণ্যের ০.৯১৩ মিলিয়ন টন লোডিং পঞ্জীয়ন করা হয়েছে। যার ফলে বিগত বর্ষের একই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধি ঘটেছে ২৩.২ শতাংশ।

২০২৪-এর জুলাই মাসে কিছু সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই মাসে, খাদ্য শস্যের লোডিঙের ক্ষেত্রে ৩০.৫ শতাংশ, সিমেন্ট লোডিঙের ক্ষেত্রে ৬৬৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় পিওএল লোডিঙের ক্ষেত্রে ২৬.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি কনটেনার লোডিং ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থ বর্ষের একই সময়ের তুলনায় কাঠ ও ব্যালাস্টের মতো বিভিন্ন সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬০০ এবং ২৭.২ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। অবশেষে, বছরের পর বছর ধরে পণ্য লোডিং বৃদ্ধি পাওয়াটা অঞ্চলটির বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত বহন করে।

পণ্য লোডিঙে অগ্রগতির ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য রাজস্ব সৃষ্টি হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Srijan Mukherjee & Srinjan Maloy Mukherjee (পুরাতন নাম) পিতা Maloy Mukherjee, ঠিকানা- Flat No.3A, Block-3, Dharmatala Road, Atlas More, Eden Richmond Park, P.O.- Kodalia, P.S.- Sonarpur, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700146, West Bengal, India, 1st Class Judicial Magistrate, বারুইপুর, Dated 23.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Srinjan Mukherjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Srinjan Mukherjee (নতুন নাম) এবং Srijan Mukherjee & Srinjan Maloy Mukherjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohammad Nizamuddin Gazi (পুরাতন নাম) পিতা Md Akiluddin Gazi, ঠিকানা-Jhaligachi, P.O.- Kashinathpur, Bidhannagar (Rajarhat), P.S.- Rajarhat , Pin- 700135, West Bengal, India, বারাসাত (উত্তর 24 পরগনা) নোটারি পাবলিক, Dated 31.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Nizamuddin Gazi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Nizamuddin Gazi (নতুন নাম) এবং Mohammad Nizamuddin Gazi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ashok Koley S/O- Nilkanta Koley resident of Jounpur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'ASOKE KOLEY' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/08/2024.That Ashok Koley and Asoke Koley both are same and one identical person.

Name Change

I MOHAMMED SAIDUL ISLAM SARDAR,S/O MOHAMMED SAHADUT HOSSAIN SARDAR, R/O VILL & PO-USTHI, SOUTH 24 PARGANAS, 743375,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHIDEL HAQUE SARDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024,THAT MOHAMMED SAIDUL ISLAM SARDAR AND SAHIDEL HAQUE SARDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,PARVEEN SHAFIQUE AND PARVEEN BEGUM, WIFE OF SHAFIQUE MD, RESIDING AT 3/H/13 KHALASITALA, HASTINGS, KOLKATA -700022, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARVIN BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024. THAT PARVEEN SHAFIQUE AND PARVEEN BEGUM ALSO PARVIN BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ARUP KUMAR DE (OLD NAME), S/O LATE DUKHIRAM DEY,R/O 10, PARBATI GHOSH LANE, PS-GIRISH PARK, KOLKATA-700007, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUP KUMAR DEY(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024,THAT ARUP KUMAR DE AND ARUP KUMAR DEYALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sovon Dutta (old name) S/O Gurudas Dutta, residing at 434 PANCHANANTALA ROAD SUKCHAR, KOLKATA, BARRACKPORE, 700115, P.S.- Khardah, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sovan Dutta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/08/2024. Sovan Dutta (new name) and Sovon Dutta (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ritesh Kumar Yadav (old name) S/O Ram Nath Yadav, residing at Ramkrishna Palli, Rajpur Sonarpur (M), Dist-South 24 Pgs, Pin-700150, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ritesh Yadav (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/08/2024. Ritesh Yadav (new name) and Ritesh Kumar Yadav (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Rafiul Islam S/O Late Afajuddin Mollya declare that my father said name Afajuddin Molya & Afajuddin Ahamed (old name), residing at Vill- Malatipur, Chaita, Matia, Dist.- North 24 Pgs, West Bengal, INDIA, have changed my father's name to (shall henceforth be known as) Afajuddin Mollya (new name) vide an affidavit sworn before the the 1st class magistrate at Basirhat, North 24 Pgs on 03/08/2024. Afajuddin Mollya (new name) and Afajuddin Molya & Afajuddin Ahamed (old name) all are same identical person.

Name Change

I , SK Asraf Ali S/O- Sekh Sallam resident of Vill- Kaitara, P.O.-Adrahati, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713428, have changed my name and shall henceforth be known as ‘SEKH ASRAF ALI’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 08/08/2024. That SK Asraf Ali and Sekh Asraf Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, SAKINA ALIASGAR TAMBAWALA, WIFE OF ALIASGAR MURTUZA TAMBAWALA, RESIDING AT 14 MATHESWARTALA ROAD, ALLURE,FLAT - 10E,10TH FLOOR, PS-TANGRA, KOLKATA -700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKINA NAJMUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT NO 33, SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024.THAT SAKINA ALIASGAR TAMBAWALA AND SAKINA NAJMUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,NURUDDIN BHAI,SON OF SEIKH ABDULRASOOL, RESIDING AT 16/1F EAST TOPSIA ROAD, PO-GOBINDA KHATICK ROAD, PS-PRAGATI MAIDAN, KOLKATA -700046,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEIKH ABDULRASOOL NURUDDIN,VIDE AN AFFIDAVIT NO 34,SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024.THAT NURUDDIN BHAI AND SEIKH ABDULRASOOL NURUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RASANARA BEGUM,D/O NOOR AHMED,R/O VILL-NAZARPUR,PO-KANTAPUKUR,HOWRAH RURAL,711303,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROSANARA BEGUM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024,THAT RASANARA BEGUM AND ROSANARA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUSMITA, W/O PRANAY MITRA, R/O FLAT NO 1A, BLOCK 2, 988, MADURDAHA, PO E K T P , PS ANANDAPUR, KOLKATA -700107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA SANTRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT SUSMITA AND SUSMITA SANTRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BHARAT MUNDHRA, S/O RADHESHYAM MUNDHRA, R/O 5, BECHARAM CHOWDHURY LANE, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHARAT KUMAR MUNDHRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024,, THAT BHARAT MUNDHRA AND BHARAT KUMAR MUNDHRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SARASWATI MUNDHRA, W/O BHART KUMAR MUNDHRA, R/O 5, BECHARAM CHOWDHURY LANE, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARSWATI MUNDHRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT SARASWATI MUNDHRA AND SARSWATI MUNDHRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ALOKE DASGUPTA,S/O AJIT KUMAR DASGUPTA,R/O BE-4,193,ANDUL ROAD , PO DANESH SK LANE, HOWRAH-711109,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOK KUMAR DASGUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024,THAT ALOKE DASGUPTA AND ALOK KUMAR DASGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I FATEMA BILAL, W/O BILAL AHMED,R/O 18 COLOOTOLA STREET, KOLKATA-700073, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATEMA ELAHI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024,THAT FATEMA ELAHI AND FATEMA BILAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SISIR KUMAR BASU & SISIR BOSE, SON OF ANIL KUMAR BOSE, RESIDING AT 155,SREERAMPORE ROAD, GARIA, PS-PATULI,KOLKATA, WEST BENGAL, PIN 700084,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SISIR KUMAR BOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024.THAT SISIR KUMAR BASU & SISIR BOSE ALSO SISIR KUMAR BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SANJAY BAHETY & SANJOY KUMAR BAHETY, S/O KANHAIYA LAL BAHETY,R/O. AE-136,RABINDRA PALLY, WHITE PLAZA,FLAT NO. 5B,5TH FLOOR, KESTOPUR,PO-PRAFULLA KANAN,PS-BAGUIATI,NORTH 24 PARGANAS,PIN-CODE-700101, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY KUMAR BAHETY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024,THAT SANJAY BAHETY & SANJOY KUMAR BAHETY AND SANJAY KUMAR BAHETY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SISIR KUMAR BASU & SISIR KR BOSE AND SISIR BASU, SON OF ANIL KUMAR BOSE, RESIDING AT 155,SREERAMPORE ROAD, GARIA,PS-PATULI, KOLKATA, WEST BENGAL PIN 700084, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SISIR KUMAR BOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024.THAT SISIR KUMAR BASU & SISIR KR BOSE AND SISIR BASU ALSO SISIR KUMAR BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SOUVIK BASU, SON OF SISIR KUMAR BOSE, RESIDING AT 155, SREERAMPORE ROAD, GARIA, PS-PATULI,KOLKATA, WEST BENGAL PIN 700084,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAUVIK BASU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024. THAT SUBHAJIT BASU ALIAS SAUVIK BASU AND SOUVIK BASU ALSO SAUVIK BASU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAVI KUMAR SHARMA, S/O RAJA RAM SHARMA, R/O 153/4, DIAMOND HARBOUR ROAD,PS-BEHALA, KOLKATA-700034, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAVI SHARMA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024,THAT RAVI KUMAR SHARMA AND RAVI SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASHOK NASKAR, S/O LATE ANIL CHANDRA NASKAR, R/O 177/C, M N SARKAR ROAD, PS BUDGE BUDGE, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700137, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK KUMAR NASKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT ASHOK KUMAR NASKAR AND ASHOK NASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I GOUTAM KR BEPARI, S/O SHYAMLAL BEPARI, R/O 235, NAYABAD, MUKUNDAPUR, PS PANCHASAYA, KOLKATA -700099, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOUTAM BEPARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT GOUTAM BEPARI AND GOUTAM KR BEPARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SOMA KARAMJEE MUKHERJEE(OLD NAME),W/O APRATIM MUKHERJEE, R/O B-15/4, ABHYUDOY HOUSING COMPLEX, EKTP-IV, PS- ANANDAPUR, KOLKATA -700107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOMA KARAMJEE(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT NO 46, SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT SOMA KARAMJEE MUKHERJEE AND SOMA KARAMJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

দিঘার পর্যটনে এল বেশ কিছু পরিবর্তন, বদলে যাচ্ছেন দিঘার অনেক নিয়ম

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১০ আগস্ট ঃ যতই দিন যাচ্ছে পর্যটকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। শীত হোক বা বর্ষা সমুদ্র সৈকতে থিকথিক করছে ভিড়। কমদিনের ছুটি বা পকেটে কম টাকা থাকলে পুরী বা দার্জিলিং-এর বদলে দিঘাকে বেছে নেন বহু বাঙালি। এবার সেই দিঘার পর্যটনে এল বেশ কিছু পরিবর্তন। বদলে যাচ্ছেন দিঘার অনেক নিয়ম। সম্প্রতি দিঘা, তাজপুর, শঙ্করপুরের মতো একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ ওঠে। মধুচক্র চালানোর অভিযোগ পর্যন্ত উঠেছে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দিঘা- শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ ও পুলিশ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে জঙ্গি ধরা পড়ার ঘটনা, জেলা প্রশাসনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আর তাই পর্ষদ এবার পর্যটকের স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি, যাতে হয়রানি না হয়, সে কথা মাথায় রেখে ব্যবস্থা নিচ্ছে। নিরাপত্তার বিষয়টা সুনিশ্চিত করতে চায় পুলিশ। গত ১ আগস্ট থেকে জেলা পুলিশের 'অতিথি' পোর্টালে তাই এসেছে বদল। 'অতিথি'-র পরিবর্তে চালু করা হয়েছে 'স্বাগত' পোর্টাল। দিঘা বেড়াতে গেলে কী কী পরিষেবা মিলবে, কোথায় কতগুলি হোটেলের রুম আছে, কোথায় কোথায় ঘুরতে যেতে পারবেন- এইসব উল্লেখ করা হয়েছে। মহকুমা শাসক ও উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিক শৌভিক ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, কেউ দিঘায় বেড়াতে গেলে হোটেলের মাধ্যমে পর্যটকদের সব তথ্য এই পোর্টালে নথিভুক্ত হয়ে যাবে। পুলিশ চাইলে সেই তথ্য যাচাই করতে পারবে। কেউ যদি কোনও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে ওই তথ্য দেখে সেই ব্যক্তির খোঁজ করতে পারবে পুলিশ।

চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ। জানা গেছে, বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোবাইল ফোন চুরি এবং হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আসে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ মোবাইল ২০টি ফোন উদ্ধার করে। শনিবার উদ্ধার হওয়া ২০ টি মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন মোবাইল ফোন হাতে পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান সকলে।

বস্তার মধ্য থেকে এক সদ্যজাত কন্যা সন্তান উদ্ধার হল তমলুকে

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১০ আগস্ট ঃ বস্তার মধ্য থেকে এক সদ্যজাত কন্যা সন্তান উদ্ধার হল তমলুকে। তমলুক শহরের বাড়পদুমবসান এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থল থেকে ওই সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে তমলুক মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়। তবে বর্তমানে ওই কন্যা সন্তানের শারীরিক অবস্থা, স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঐতিহাসিক তাম্রলিপ্ত পৌরসভার ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বুক চিরে বয়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ পায়রাটুঙ্গী সেচ খাল। আর এই খালপাড় সংলগ্ন পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোড়ইপাড়ায় একটি পুকুর পাড়ে বস্তা বন্দী অবস্থায় রাখা ছিল একটি সদ্যোজাত কন্যা সন্তান। রাতের অন্ধকারে প্রায় সাড়ে ১০ টা নাগাদ ওই কন্যা সন্তানের কান্নার শব্দে ছুটে আসেন খালের অপরপ্রান্তের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রশিদা বিবি ও আনোয়ারা শেখ। তাদের চেষ্টায় বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধার হয় ওই সদ্যোজাত। সেই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় তমলুক থানার পুলিশ। রাতেই চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তমলুক মেডিকেল কলেজে। তমলুক থানার আইসি সুভাষচন্দ্র ঘোষ বলেন, রাতের অন্ধকারে বস্তার মধ্যে থেকে এক সদ্যজাত কন্যা সন্তান উদ্ধার হয়েছে। কেউ বা কারা ওই সন্তানটিকে ফেলে পালিয়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কিছু দিন পরই স্বাধীনতা দিবস, প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ আর মাত্র কিছু দিন পরই স্বাধীনতা দিবস। দেশজু।ে শুরু হয়ে গিয়েছে। দিল্লি পুলিশও স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। লালকেল্লার আশেপাশে এলাকায় সিসিটিভি বসানো শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করছে দিল্লি পুলিশ। ডিসিপি (উত্তর) মনোজ কুমার মীনা বলেছেন, প্রতি বছর ১৫ আগস্ট দিল্লি পুলিশ কড়া ব্যবস্থা করে, এবারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে...প্রায় ২২ হাজার মানুষ অনুষ্ঠান দেখতে আসেন, তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে আসতে পারেন। লালকেল্লার চারপাশে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে 'ফুল কোর্ট' বাতিল

ঢাকা, ১০ আগস্ট ঃ শনিবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে 'ফুল কোর্ট' ডাকা হয়েছিল। কিন্তু, সেই সভা শনিবার সকালে আচমকাই বাতিল করে দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভুঁইয়া বৈঠক বাতিলের কথা নিশ্চিত করেন। যদিও কোনও কারণ উল্লেখ করেননি তিনি। শনিবারই অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সমাজমাধ্যমে জানান, তাঁরা এই ফুল কোর্ট সভা বাতিল এবং প্রধান বিচারপতির অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করছেন। এই বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য না করলেও আসিফ জানান, গণ আন্দোলন থেকে কারও পদত্যাগের দাবি উঠলে, সেটিকে সম্মান দেওয়া উচিত। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও সেটি করবেন বলে আশাবাদী আইন উপদেষ্টা।

নিজের স্কুল বনমালীচট্টায় আসলেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১০ আগস্ট ঃ কাঁথি ৩ ব্লক তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম অগ্রগণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বনমালীচাট্টা হাইস্কুল। এই স্কুলে পড়াশুনা শিখে বহু কৃতি ছাত্র আজ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তেমনই এই স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্র ডঃ দিলীপ কুমার মাইতি গত ৩-রা অক্টোবর ২০২৩ থেকে বোলপুর বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। কাজের নানান ব্যাস্ততায় দেশ বিদেশে বিভিন্ন দৌড়ে বেড়াতে হয় তাঁকে। কিন্তু মন পড়ে থাকে ছোটবেলার এই স্কুলের মধ্যেই। সময় পেয়েই দুই সহপাঠী মিহির কুমার দাস ও হৃষিকেশ দাসকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার বিকেলে চলে এলেন নিজের স্কুল বনমালীচট্টায়। এদিন স্কুলের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গৌতম কর, পরিচালন সমিতির সভাপতি শুকদেব জানা, শিক্ষক অজয় কুমার গিরি, ডঃ দেবব্রত মাইতি, অমিতাভ মন্ডল সহ অন্যান্য শিক্ষকরা। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের অন্তর্গত অচিন্ত্য নগরে। বনমালীচট্টা হাইস্কুল থেকে ১৯৮৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর বেলুড় বিদ্যামন্দির থেকে কেমিস্ট্রি অনার্স, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে মাস্টার্স, যাদবপুর থেকে পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরেট করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে। এদিন দিলীপ বাবু তাঁর ছোটোবেলার প্রিয় স্কুল বনমালীচট্টা হাইস্কুল এবং এই স্কুলের হোস্টেল জীবনের পড়াশোনা সহ বিভিন্ন অনুপ্রেরণা মূলক ঘটনার কথা স্মৃতিচারণ করেন। আসলে স্কুল জীবনে কাটানো বহু মুহূর্ত থাকে যা কখনো ভোলা যায় না। জীবনের ওই স্বর্ণালী দিনগুলো আর কখনো ফিরে আসবে না জেনেও সেই দিনগুলোর স্মৃতিতেই ডুবে থাকে আমাদের মন। দিলীপ বাবুর ছোটোবেলার এই স্কুল, স্কুলের হোস্টেল এবং হোস্টেলে থাকার সময় নিজের রুম সহ গোটা ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখালেন স্কুলেরই বর্তমান শিক্ষক অজয় কুমার গিরি। পরিশেষে স্কুলের বর্তমান শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন। স্কুলের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এর পাশাপাশি স্কুলকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন তিনি।

পুরনো ৩ পদে বহাল সাংসদ দেব

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১০ আগস্ট ঃ ভোটের আগে তিনটি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ঘাটালের বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান, ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন। ভোট মিটতেই ফের সেই পুরনো তিন পদে বহাল তারকা সাংসদ দেব। স্বাস্থ্যভবন থেকে এই সংক্রান্ত চিঠি ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল থেকে চিঠি এসে পৌঁছেছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজের সংসদীয় এলাকা ঘাটালের তিন প্রশাসনিক পদ থেকে আচমকা ইস্তফা দেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব। ঘাটালের বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান, ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। উল্লেখ্য, বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হওয়ার পর থেকে দেবকে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া তাঁকে ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানও করা হয়। ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানও করা হয় দেবকে। একসময় তাঁকে ঘাটাল কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানও করা হয়েছিল। শোনা যায়, ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে গর্ভনিং বডির চেয়ারম্যান হিসাবে দেবকে মেনে নিতে পারেননি তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক শংকর দোলই ও তাঁর অনুগামীরা। দেবের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আদালতে মামলাও করেন শংকরবাবুর অনুগামীরা। এমনকি ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চেয়ারম্যান পদেও মানতে পারেননি তাঁরা। ফলে দেবের উপর চাপ বাড়ছিলই। তার পরই দেব পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। লোকসভা ভোটের মুখে এই পদত্যাগ দলের মধ্যে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়। ভোট মিটতেই ফের পুরনো পদে বহাল ঘাটালের তারকা সাংসদ।

আউশগ্রামে বেহাল রাস্তা, নাকাল পথচলতি মানুষ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১০ আগস্ট ঃ বিপদজ্জনক। তিন বছরেই ভেঙে পড়ল কালভার্ট। বেহাল হল পিচের রাস্তা। তার জেরে কার্যত ১০ টি গ্রামের একপ্রকার যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে পড়ল। বিপাকে পড়েছে স্কুল পড়ুয়ারা। ঝুকি নিয়ে চলছে যাতায়াত । এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল আউশগ্রামের ভাতকুন্ডা-বাবুইশোল প্রায় তিনি কিলোমিটার সড়কের। প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। আউশগ্রাম-২ নং ব্লকের দেবশালা পঞ্চায়েতের ভাতকুন্ডা থেকে বাবুইশোল যাওয়ার রাস্তা প্রায় তিন কিলোমিটার। বাবুইশোল, রামহরিপুর, গোঁসাইবাঁধ সহ ১০ টি গ্রামের ভাতকুন্ডা, দেবশালা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। এসব গ্রামের ছেলে মেয়েরা ভাতকুন্ডা হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। সম্প্রতি ওই রাস্তা বেহাল অবস্থায় পরে আছে বর্ষার শুরুতেই উঠে পড়েছে পিচের আস্তরন। খানাখন্দে ভর্তি। রাস্তার ওপর ভাতকুন্ডার আগে একটি কালভাটও ভেঙে পড়েছে। কালভাট ভেঙে নীচে আস্ত গর্ত তৈরি হয়েছে। নাম মাত্র কংক্রিটের চাঙড় লেগে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে ঝুকি নিয়ে চলছে যাতায়াত। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বেশির ভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। ভাতকুন্ডায় হাট বাজার, হাসপাতাল ও নিত্যদিনের কাজে যাতায়াত করতে হয়। এছাড়াও ভাতকুন্ডা হাইস্কুলে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে। কালভার্টটি ভেঙে যাওয়ায় চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রায়ই গর্তে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটছে। বছর দুয়েক আগেই রাস্তাটা তৈরি করেছে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করেছে রাস্তা । এবছর বর্ষা হতেই বেহাল হয়ে পড়েছে। নতুন করে সেটি তৈরি করার আবেদন জানাচ্ছি। রাস্তাটির পাশে লাগানো ফলক অনুযায়ী, গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাস্তাটি এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পে মজবুত করন হয়েছে । অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতার ঠিকা সংস্থা রাস্তাটি নির্মান করেছে। প্রশ্ন, নিম্নমানের রাস্তার কাজ করেও কেনো সরোজমিনে গুনগত মান খতিয়ে দেখা হয় না? বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘোড়ুই বলেন, নির্মানকারী ঠিকা সংস্থার বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা ভয়ে মুখ খুলতে পারে না। সকালে প্রতিবাদে মুখ খুললে, সন্ধ্যায় তার দলবল নিয়ে হুমকি দিয়ে আসবে। তাই ভয়ে গ্রামবাসীরা সিটিয়ে থাকে। অত্যন্ত নিম্ন মানের কাজ হয়েছে। দুর্নীতি হয়েছে। সরকারি টাকা নিম্ন মানের কাজ করে লুটে নিয়েছে। আমরা ওইসব তৃণমূলের ঠিকাদার নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় দেবশালা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সোমনাথ চৌধুরী বলেন, বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। খুব শীঘ্রই ওই বিপদজ্জনক কালভার্টটি মেরামত করা হবে।

জল কমেছে, তাও পিছু ছাড়ছে না বিপদ, ধসে গেল আস্ত সেতু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১০ আগস্ট ঃ শালী নদীতে জলস্তর নামলেও নতুন বিপদ। সেতুর মাঝের অংশ ভেঙে পড়তেই বন্ধ হল যাতায়াত। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ থেকে ৫০টি গ্রাম। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটতেই অন্যান্য নদীর মতোই বাঁকুড়ার শালী নদীতে নেমেছে জলস্তর। কেটেছে বন্যার আশঙ্কা। কিন্তু বিপদ পিছু ছাড়ছে না সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের। নদীর জল নামতেই এবার ধসে পড়ল আস্ত সেতুর একাংশ। ঘটনা বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের রামপুর থেকে পিয়ারবেড়া যাওয়ার রাস্তার উপর থাকা শালী নদীর সেতুর। শুক্রবার সেতুর ওই অংশ ভেঙে পড়তেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সোনামুখী ব্লকের ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ থেকে ৫০ টি গ্রাম। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপো।নেও। পড়াশোনা থেকে স্বাস্থ্য, গৃহস্থের নিত্যদিনের বাজার থেকে শুরু করে উপাদিত ফসল বাজারজাত করা সমস্ত ব্যাপারেই সোনামুখী ব্লকের পিয়ারবেড়া, হামিরহাটি ও ধুলাই এই ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ সোনামুখী শহরের উপর নির্ভরশীল। সোনামুখী শহরের যাতায়াতের পথেই পড়ে শালী নদীর সেতু। পাকা কংক্রিটের সেই সেতু দিয়েই এতদিন স্বচ্ছন্দ্যে চলছিল যাতায়াত। ঘূর্ণাবর্তের প্রবল বৃষ্টিতেও বন্ধ হয়নি যোগাযোগ। তবে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটতে না কাটতেই সেতুর হাল বেহাল হতে শুরু করে। বৃহস্পতিবার সেতুর মাঝামাঝি অংশে একাধিক পিলার বসে যাওয়ায় সেতুর একাংশ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। বড়সড় বিপদের আশঙ্কায় বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সেতুটি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় মেরামতি না করার ফলেই সেতুটি নড়বড়ে হয়ে প।ছিল। সম্প্রতি ওই সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে নির্বিচারে অবৈধ ভাবে বালি তোলার ফলেই সেতুর ভিত নড়বড়ে হয়ে ধসে পড়ে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারেরও দাবি, সেতুর ভিতের অংশ দিয়ে জল বয়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। তাঁর দাবি, সেতুর বেহাল দশার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে। সেতুটি ধসে পড়ার জন্য শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক। তাঁর দাবি, শাসকদলের মদতেই সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে দিনের পর বালি চুরি হওয়ার ফলেই ভিত নড়বড়ে হয়ে সেতুটি ধসে পড়েছে। যদিও বালি চুরির অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে শাসকদল। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব সেতুটি ধসে পড়ার পিছনে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে।

বাংলাদেশে মন্দির, বাড়িঘর ভাঙচুর ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকার শাহবাগে লাখো হিন্দুর মিছিল-সমাবেশ

ঢাকা, ১০ আগস্ট ঃ ঢাকার শাহবাগে সনাতনী সম্প্রদায়ের মন্দির, বাড়িঘর ভাঙচুর, নির্যাতনের প্রতিবাদে লাখো হিন্দু মিছিল সমাবেশে সংগঠিত করেছেন। ৫ আগস্ট বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে হিন্দুদের বাড়িঘর, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, কোথাও কোথাও প্রাণনাশের হুমকি অব্যাহত। দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় এক শ্রেণির সুযোগ-সন্ধানী দুস্কৃতী শহরাঞ্চলে গ-ণডাকাতিতে লিপ্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শান্তিপ্রিয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ শহর বন্দর গ্রাম সর্বত্রই অজানা এক ভীতিময় পরিস্থিতিতে চরম আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় প্রভৃতি জেলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদে বাপ-দাদার ভিটেবাড়ি ফেলে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে প্রতিদিন জড়ো হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সনাতনী ৫০ টি সামাজিক সংগঠনের সর্ববৃহ প্ল্যাটফর্ম 'সম্মিলিত সনাতন পরিষদ' রাজপথে প্রতিবাদী কর্মসূচির ডাক দিয়ে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন, মিছিল ও সমাবেশ করেছে। বাংলাদেশের হিন্দুদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার যায় সরকার আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হিন্দু সমাজ প্রতিবারই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে কেন এই ধরনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির শিকার হবে? আমরা ধর্মীয়ভাবে জাতিগত সংখ্যালঘু, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এ দেশের সকল মানুষ সমমর্যাদাপূর্ণ। স্বাধীনতার পাঁচ দশকেও সংবিধানের এই চরম সত্যটি অবজ্ঞা করে রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বাধীনতার উত্তরকাল থেকেই হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যযুগীয় নির্যাতনের টার্গেটে পরিণত হয়ে আসছে। যা কোনওভাবেই কাম্য হতে পারে না, বলেছেন 'সম্মিলিত সনাতন পরিষদ'-এর নেতৃবৃন্দ। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের বিজয় এ দেশের সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের এক কাঙ্ক্ষিত বিজয়, এই বিজয়কে সুসংহত করে বৈষম্যহীন রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে আমরাও অন্তর্বর্তী সরকারের সফলতা কামনা করে প্রতিবাদ সভা থেকে অভিনন্দন জানাই। আমরা আশাবাদী, বিশ্ববরেণ্য খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব শান্তিতে নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে দায়িত্বভার গ্রহণ করে অতি দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ভেঙেপড়া আইন-শৃঙ্খলার দ্রুত উন্নতিসাধনকল্পে সফল হবেন। তাই আমরা রাজপথের এই প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে জো।ালোভাবে দাবি জানাচ্ছি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে আস্থা ও মনোবল ফিরিয়ে আনতে, দেশব্যাপী সেনা টহল আরও বৃদ্ধি এবং জোরদার করে অতি দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিককরণে সচেষ্ট হবেন, বলেন 'সম্মিলিত সনাতন পরিষদ'-এর পদাধিকারীরা।

কেরল সরকারের পাশে আছে কেন্দ্র, ওয়ানাডে গিয়ে আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

ওয়ানাড, ১০ আগস্ট ঃ কেরল সরকারের পাশে আছে কেন্দ্র, ভূমিধসে বিধ্বস্ত ওয়ানাডে গিয়ে এমনটাই আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি ঘটনার দিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলাম আমরা সহায়তা প্রদান করবো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনাবাহিনী, পুলিশ, ডাক্তার সবাই সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুততম সময়ে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, তাঁরা একা নন আমরা সবাই তাদের পাশে আছি। কেন্দ্রীয় সরকার কেরল সরকারের পাশে আছে এবং অর্থের অভাবে কোনও কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভয়াবহ ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাডের পরিস্থিতি আকাশপথে ঘুরে দেখেন। পরে বিধ্বস্ত এলাকাতেও যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সঙ্গে ছিলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপী। এরপর তিনি ত্রাণ শিবির ও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মানুষজনকেও দেখতে যান। প্রধানমন্ত্রী রদিন পুনচিরিমাত্তম, মুন্ডক্কাই এবং চুরমালার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিও পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বিকেলে এক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, শুরু থেকেই আমি ভূমিধসের খবর নিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সংস্থা যারা এই বিপর্যয়ে সাহায্য করতে পারত তারা অবিলম্বে একত্রিত হয়েছিল। এই দুর্যোগ স্বাভাবিক নয়। হাজার হাজার পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি দেখেছি। আমি ত্রাণ শিবিরে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে দেখা করেছি, যারা এই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। আমি হাসপাতালে আহত রোগীদের সঙ্গেও দেখা করেছি। উল্লেখ্য, ওয়ানাডে ভয়াবহ এই ভূমিধসে ৩০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। খোঁজ পাওয়া যায়নি বহু মানুষের।

বাংলাদেশের নিম্ন আদালতগুলির সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা, ১০ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি-সহ সাত জন বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে শনিবার অবস্থান-বিক্ষোভ চলছে হাই কোর্ট ভবনের সামনে। তবে নিম্ন আদালতগুলির সামনে যাতে কোনও আন্দোলনকারীকে অবস্থান না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের নবগঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া সমাজমাধ্যমে এই অবস্থান নিয়ে পোস্ট করেছেন। উল্লেখ্য, আসিফ ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক। সমাজমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, এই আন্দোলনের সঙ্গে জেলা আদালতগুলির কোনও যোগ নেই বলেও জানিয়েছেন সজীব। নিম্ন আদালতগুলির সামনে যাতে কোনও আন্দোলনকারী অবস্থান না করেন, সেই বার্তাও দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা সজীব ভুঁইয়া।

হাসপাতালে প্রতিবাদ, বহির্বিভাগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ আগস্ট ঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে তাদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলনে নামলেন রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। তারই জেরে হাসপাতালের বহির্বিভাগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। ফলে সমস্যার পড়েছেন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা। শুক্রবার কলকাতার আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয় এক মহিলা চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃতদেহ। তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা আন্দোলনে নামেন। শনিবার রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরাও প্রতিবাদ শুরু করেন। সকাল থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য হাসপাতালের বহির্বিভাগে পরিষেবা বন্ধ করে দেন তারা। এরপরই হাসপাতাল চত্বর থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় রামপুরহাটের পাঁচমাথা মোড়ে। আন্দোলনকারীদের দাবী আরজিকর হাসপাতালে খুন হওয়া চিকিৎসকের খুনিদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। জুনিয়র চিকিৎসক আলোলিকা সাহা বলেন, যতদিন অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হবে ততদিন বহিবিভাগ বন্ধ থাকবে। হাসপাতালের এম এস ভি পি পলাশ দাস বলেন, আমরা বহির্বিভাগে বন্ধ না করার আবেদন করেছি। তবে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা গভীর দুঃখজনক। তবে আন্দোলনে রোগীদের যাতে কোন সমস্যা না হয় সেটা দেখা হবে।

ত্রিপুরার নালকাটায় পাম তেল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের শিলান্যাস

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ১০ আগস্ট ঃ ত্রিপুরায় শুরু হচ্ছে পাম গাছ থেকে তেল উপাদনের প্রক্রিয়া। রাজ্য সরকার এবং গোদরেজ কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পর আজ শনিবার ধলাই জেলার নালকাটায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় পাম তেল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের। এই উপলক্ষ্যে আজ নালকাটার সরকারি ওচার্ডে

এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কৃষি দফতর এবং গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড। কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং গোদরেজ কোম্পানির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এদিন নালকাটায় হয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন করেছেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন পাম তেল প্রক্রিয়াকরণের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সৌগত নিয়োগী, কৃষি দফতরের সচিব অপূর্ব রায় সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ভারতে ভোজ্যতেলের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। ভারতের ৩ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর এলাকায় বর্তমানে পাম চাষ হচ্ছে। চাহিদার সাথে যোগান বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, জানান মন্ত্রী। তিনি আরও জানান, ত্রিপুরার মাটি পাম চাষের জন্য উত্তম। তাই রাজ্যে পাম চাষের জন্য গোদরেজ কোম্পানিকে উত্তর, ঊনকোটি ও ধলাই জেলা এবং বাকি পাঁচটি জেলার জন্য পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, শেষ দু বছরে রাজ্যের ৮৫৩ হেক্টর জায়গায় লাগানো হয়েছে পাম গাছ। এর জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে গোদরেজ কোম্পানি। পাম চাষ করে যে সকল চাষি স্বাবলম্বী হতে চাইছেন, তাঁদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, মোট দশ হেক্টর জায়গাজুড়ে নালকাটায় গ।ে উঠবে এই প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। মালয়েশিয়া থেকে বীজ এনে চারা তৈরি করে তা থেকেই রাজ্যে তেল উপন্ন করবে সংস্থা। এদিন নালকাটা থেকে গণ্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে পাম গাছের চারা। পাম চাষের জন্য অনলাইন অ্যাপেরও সূচনা করেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে পাম গাছের চারা রোপণ করেছেন অতিথিরা।

APPOINTMENT OF HEADMISTRESS

1. Bengal Tiger Army Pre Primary School, Kanchrapara requires Female Headmistress on 11 months contract basis. Qualification:(a) Graduate or above in any discipline. (b) A Teaching Degree B.Ed (Elementary Education or NTT(mandatory).(c) Experience as under:- (i) At least 3 years experience of administrative charge of a recognized Middle School or higher classes. (ii) At least 5 years experience as Head of School (Headmistress/Coordinator/Supervisor of Primary Wing of recognized High School or an APPS). (d) Age-Below 55 years on the date of appointment.(e) Monthly Salary Rs 25000/- all inclusive. 2. Interested candidates are requested to forward application alongwith bio-data/CV, copy of Aadhar Card, Qualification documents at the address given below in a sealed envelope by 20 Aug 2024. Address: The Chairman, Bengal Tiger Army Pre Primary School, Kanchrapara, c/o Station Headquarters, Kanchrapara, PIN-900407, C/O 99 APO. Tele: 03329991635.

Sd/-(SKG Deshmukh)
Col
Adm Comdt
Station Headquarters Kanchrapara

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender is invited by the undersigned for the following works under NITs & NIeT given below.

NIeT/NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIeT-06/CFC-BG/ 2024-25(4 thCall)	Concrete Drain	12/08/2024	1	22-08-2024 up to 4:00 P.M.	22-08-2024
NIeT-08/CFC-BG/ 2024-25(3 rdCall)	Concrete Drain	12/08/2024	2	22-08-2024 up to 4:00 P.M.	22-08-2024
NIeT-12/5 th SFC/ 2024-25(2 nd Call)	Concrete Drain	12/08/2024	2	22-08-2024 up to 4:00 P.M.	22-08-2024
NIT-11/CFC-BG/ 2024-25(3 rd Call)	Concrete Road	10/08/2024	1	22-08-2024 up to 5:00 P.M.	23-08-2024
NIT-13/5 th SFC/ 2024-25(2 nd Call)	Construction Drain	10/08/2024	1	22-08-2024 up to 5:00 P.M.	23-08-2024

For details please visit website wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Onda 1 G.P

আশা জাগিয়েও হতাশ করলেন ঋতিকা, কুস্তিতে পদকের সম্ভাবনা তলিয়ে গেল স্যেন নদীতে

প্যারিস, ১০ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিক্সে ফের কুস্তিতে পদক জয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেটি হল না। শনিবার ৭৬ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে ভারতের মহিলা কুস্তিগির ঋতিকা হুডা হারলেন কিরঘিজস্তানের কাছে ১-১ ড্র হওয়ার পরে। ঋতিকার সেমিফাইনালে যাওয়ার আশা শেষ হয়ে গিয়েছে। অলিম্পিক্সে কুস্তির নিয়মে রয়েছে, কোনও ম্যাচ ড্র হলে শেষ পয়েন্ট যিনি জেতেন,

তাঁকেই জয়ী ঘোষণা করা হয়। ঋতিকার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। তারওপর ম্যাচে ঋতিকা রক্ষণাত্মক খেলছিলেন, তিনি গত ম্যাচের মতো অলআউটে গেলে জয় নিশ্চিত হতো। ঋতিকা জিতলে ফাইনালে যাওয়ার জন্য লড়াই হতো এদিনই সাড়ে দশটায়। সেটা আর হল না। ঋতিকা এদিনই মহিলাদের ইভেন্টে ৭৬ কেজি ফ্রিস্টাইলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন। তিনি হাঙ্গেরির কুস্তিগিরকে হারিয়ে শেষ আটে গিয়েছেন। টেকনিক্যাল সুপিরিয়রিটিতে হার মানলেন বিপক্ষ। ঋতিকার পক্ষে ফল ১২-২।

১০ ঘণ্টায় প্রায় ৫ কেজি কমিয়ে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ

বিনেশ-বিতর্ক উস্কে দিলেন আমন

প্যারিস, ১০ আগস্টঃ বিনেশ ফোগাটের মতো অলিম্পিকে বাতিল হওয়ার দুঃস্বপ্ন তাড়া করছিল আমন শেরাওয়াতকে। শেষ অবধি 'হেভিওয়েট' থেকে বেরোতে পারায় দেশকে প্যারিস থেকে পদক দিতে পেরেছেন বছর ২১-এর আমন। প্যারিস অলিম্পিকে ভারত 'লন্ডন'কে ছুয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে পুরুষদের কুস্তির ৫৭ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন আমন শেরাওয়াত। যার ফলে প্যারিস গেমসে ভারতের পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আপাতত ৬। লন্ডন অলিম্পিক থেকেও ভারতে এসেছিল ৬টি পদক। এই আমনও অবশ্য বিনেশের মতো অলিম্পিক থেকে বাতিল হয়ে যেতেন, যদি তিনি সঠিক সময়ে ওজন না কমাতে পারতেন। বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। প্যারিস অলিম্পিকে পুরুষদের ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তির সেমিফাইনাল ম্যাচের পর ৪.৬ কেজি ওজন বেড়ে যায় আমন শেরাওয়াতের। তাঁর কাছে সুযোগ ছিল ওজন কমিয়ে ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচে নামার। আর সময় ছিল ১০ ঘণ্টা। এক মিনিটও সময় নষ্ট করেননি আমন ও তাঁর কোচেরা। যাতে বিনেশের মতো পরিণতি না হয়, তার জন্য কোনও কসুর রাখেননি আমন। দেশকে প্যারিস গেমস থেকে আমন ব্রোঞ্জ দেওয়ার পর তাঁর দুই কোচ জগমন্দার সিং ও বীরেন্দ্র দাহিয়া জানিয়েছেন, কী

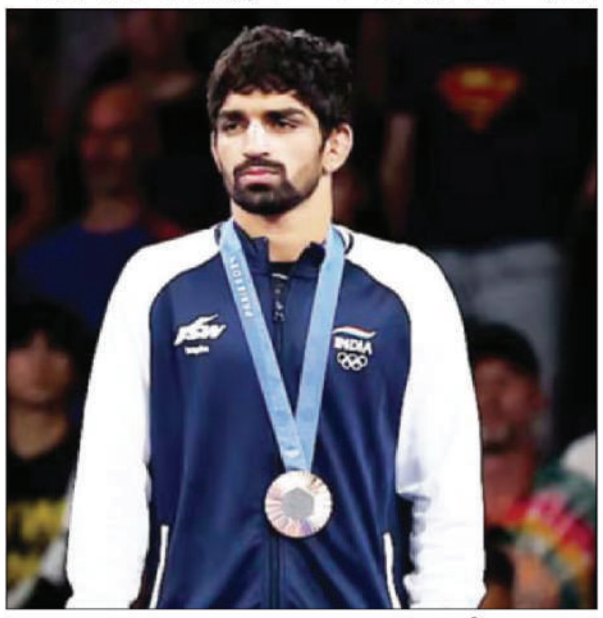

ভাবে ১০ ঘণ্টার মধ্যে আমন ৪.৬ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলেন। সেমিফাইনাল শেষ হওয়ার পর গেমস ভিলেজে ফিরেই আমনের ওজন কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন তাঁর দুই কোচ। নিজের দুই কোচের সঙ্গে আমন দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কুস্তির মহড়া দেন। এরপর এক ঘণ্টা হট বাথ নেন। তারপর রাত ১২.৩০ পর্যন্ত জিম করেন। টানা এক ঘণ্টা ট্রেড মিলও ব্যবহার করেন। একটানা শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বেরিয়ে যায় আমনের। যার ফলে তাঁর ওজনও অনেকটাই কমে যায়। কিন্তু তারপরও আমন থামেননি। ৩০ মিনিটের বিরতি নেওয়ার পর ৫টি পর্বে ৫ বার সান বাথও নেন আমন। এরপর দেখা যায় তখনও তাঁর ৯০০ গ্রাম ওজন বেশি রয়েছে। এরপর হাল্কা জগিং করেন আমন। তারপর ১৫ মিনিট দৌড়। এত সাধ্যসাধন করে প্যারিসের স্থানীয় সময় অনুযায়ী ভোর ৪.৩০ মিনিটে আমনের ওজন দাঁড়ায় ৫৬.৯ কেজি। হাফ ছেড়ে বাঁচেন আমন ও তাঁর দুই কোচ। কুস্তিতে পুরুষদের ৫৭ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পাওয়ার পর আমন জানান, সারা রাত তিনি ও তাঁর দুই কোচ দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। প্রতি ঘণ্টায় তাঁর ওজন মেপে দেখা হচ্ছিল। সমস্ত উপায় অবলম্বন করে শেষ অবধি ওজন কমাতে সফল হন আমন। এবং দেশকে পদকও দিয়েছেন। এরপর অবশ্য প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, আমন ৪.৬ কেজি ওজন কমিয়ে ফেললেন রাতারাতি, কিন্তু বিনেশ কেন ১০০ গ্রাম কমাতে পারলেন না? ফাইনালে ওঠার পর বিনেশের ওজন ২ কেজি বেড়েছিল। সারারাত সব রকম চেষ্টা করেন ওজন কমানোর। কিছু খাননি, সারা রাত ঘুমোননি। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারপর বিনেশ ১ কেজি ৯০০ গ্রাম কমাতে সফল হন। ১০০ গ্রাম আর পারেননি। যে কারণে তাঁর সোনা জয়ের স্বপ্ন মাঠে মারা গিয়েছে।

দেশে ফিরল ভারতীয় হকি দল

দিল্লিতে উচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন হরমনপ্রীতরা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ অলিম্পিক্সে হকিতে টানা দুটি ব্রোঞ্জ ভারতের। শনিবার সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরন করেন ভারতীয় হকি দলের সদস্যরা। সবাই অবশ্য দেশে ফেরেননি। অলিম্পিক্সের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হাজির থাকার কারণে প্যারিসে থেকে গিয়েছেন পিআর শ্রীজেশ, অমিত রুইদাস, সুখজিৎ সিংরা। প্রসঙ্গত, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহক হকির শ্রীজেশ ও শুটার মনু ভাকের। দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং গেমসে একাধিক ম্যাচে গোল করে দলকে জয় এনে দিয়েছেন। ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচেও তাঁর জোড়া গোল ছিল। দলের বাকি সদস্যদের দারুণভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। বহু মানুষকে দেখা গিয়েছে দলকে অভ্যর্থনা জানাতে। অনেকেই দেশের হকি তারকাদের উদ্দেশে অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফুলে-মালায় তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে। ঢাকের তালে নাচতে দেখা গিয়েছে দেশের হকি তারকাদের। দেশের মানুষের ভালবাসাই যে তাঁদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেটিও উল্লেখ করেছেন হরমনপ্রীত। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, ''আমরা সোনা জয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু জার্মানির কাছে হারটাই আমাদের পিছিয়ে দেয়। তারপর ব্রোঞ্জ জিততে মরিয়া ছিলাম। জানতাম, আমাদের ওপর অনেকে ভরসা রাখছে, সেটাই দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।'' হরমনপ্রীত আরও বলেছেন, ''বহু মানুষ আমাদের অভিনন্দন জানাতে এসেছেন, এটা এক দারুণ অনুভূতি। আমরা গেমসে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছি, তার ফলও পেয়েছি। এবার যেখানেই আমরা খেলতে নামি না কেন, পদক জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামব।'' ভারতের সহ-অধিনায়ক হার্দিক সিং জানান, গেমসে আমরা একটা ইউনিট হিসেবে খেলেছি। ম্যাচে কেউ ভুল করলে সেটি অন্য কেউ শুধরে দিয়েছে। জানতাম, নিজেদের প্রতি ভরসা রাখলে পদক আসবেই। প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালের পরে ভারতীয় হকি দল টানা দুটি অলিম্পিক্সে পদক পেল।

আইপিএল নিলামের একটি নিয়ম তুলে দেওয়ার পক্ষে রবিচন্দ্রন

চেন্নাই, ১০ আগস্টঃ পরের বছর আইপিএলের মহা নিলাম। সেই নিলামে বেশ কিছু নিয়মের পরিবর্তন হতে চলেছে। সম্ভবত থাকছে না 'রাইট-টু-ম্যাচ' (আরটিএম) কার্ড। অর্থাৎ কোনও ক্রিকেটার নিলামে ওঠার পর তাঁর যে দাম ওঠে, 'রাইট-টু-ম্যাচ' কার্ড ব্যবহার করে সেই দামেই ওই ক্রিকেটারকে কিনে নিতে পারে পুরনো দল। এই নিয়মের বিরোধিতা করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর মতে, 'রাইট-টু-ম্যাচ' কার্ড থাকলে তাতে ক্রিকেটারদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, ''আরটিএমের থেকে অন্যায় জিনিস আর কিছু নেই। আরটিএম নিয়ম কী ভাবে কাজ করেছে এত দিন। ধরুন এক্স নামের কোনও ক্রিকেটার সানরাইজার্সে খেলে। তার এখনকার বাজারমূল্য পাঁচ থেকে ছ'কোটি টাকা। নিলামে তোলা হল সেই ক্রিকেটারকে। ধরুন, দু'কোটি টাকায় সেই ক্রিকেটারের বিডিং শুরু হল।'' অশ্বিনের সংযোজন, সেই সময় কেকেআর এবং মুম্বইও ওই ক্রিকেটারের জন্য বিড করতে শুরু করল এবং ছ'কোটি টাকা দাম উঠল ওই ক্রিকেটারের। সেই সময় সানরাইজার্স আরটিএম কার্ড ব্যবহার করে সেই ক্রিকেটারকে কিনে নিল। তাতে কেকেআর এবং মুম্বই দু'জনেই অখুশি হবে। একমাত্র খুশি হবে সানরাইজার্স। কারণ ওই নিলামে এক বার অংশ নিয়েই সেই ক্রিকেটারকে পেয়ে গিয়েছে তারা।''

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা! মরিয়া চেষ্টায় সেনার শরণে বিসিবি

ঢাকা, ১০ আগস্টঃ বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। সে দেশের সরকার পড়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি একেবারে অশান্ত হয়ে ওঠে। যার আঁচ ক্রীড়াক্ষেত্রেও পড়েছে। বার বার শোনা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ থেকে সরতে পারে মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ। এই পরিস্থিতিতে দেশের আর্মি প্রধানের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে দারস্থ হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আইসিসির পক্ষ থেকে বিসিবির কাছে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তাতে বিসিবি পরিস্থিতি জানানোর জন্য সময় চেয়ে নিয়েছে। মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের আয়োজক এ বার বাংলাদেশ। সিলেট ও মিরপুরে টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ক্রিকেট মহলকে ভাবাচ্ছে যে, বিশ্বকাপের সময় ক্রিকেটাররা নিরাপদ থাকবেন তো? ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের সেনা প্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বিসিবি চাইছে না কোনও ভাবে বাংলাদেশ থেকে টুর্নামেন্ট সরে যাক। তাই আসরে নেমেছে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে টি-২০ বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ পর্ব শুরু হয়ে যাবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৩ অক্টোবর। বাংলাদেশে ডামাডোল পরিস্থিতির কারণ আইসিসি নিবিড়ভাবে দেখছে, আদৌ সেখানে বিশ্বকাপ আয়োজন করা যায় কিনা। বিসিবি আম্পায়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান ইফতিকার আহমেদ মিঠু বলেন, ''আমরা টুর্নামেন্ট আয়োজন করার চেষ্টা করছি। সত্যি বলতে কী এই সময় আমরা অনেকেই দেশে নেই। ৮ আগস্ট আমরা আর্মি প্রধানকে মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। কারণ আমাদের হাতে আর মাত্র ২ মাস সময় রয়েছে।'' আইসিসির পক্ষ থেকেও যোগাযোগ করা হয়েছে বিসিবির সঙ্গে। বিসিবি আম্পায়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান এই প্রসঙ্গে বলেন, ''দিনদুয়েক আগে আইসিসি আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছে। আমরা তাদের জানিয়েছি এই বিষয়ে শীঘ্রই যোগাযোগ করব। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। আমাদের এ বার আইসিসিকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে, টুর্নামেন্টের চলাকালীন নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হবে না। কারণ এটি দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ছাড়া বোর্ড বা অন্য কেউ দিতে পারে না এবং তাই আমরা চিঠি পাঠিয়েছি এবং তাদের (সেনাবাহিনী) থেকে লিখিত আশ্বাস পেলে আমরা আইসিসিকে জানাব।''

আমরা ১৮ নম্বর জার্সি পরি বলে বিরাটের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। মান্ধানা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ কিং কোহলির জার্সি নম্বর কত? ক্রিকেট সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর রাখা যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই, তিনি বলে দেবেন ১৮ আবার কী! ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমে সেই ১৮ নম্বর জার্সি গায়ে চাপান কে? এখানেও বলতে হচ্ছে ক্রিকেট নিয়ে খোঁজ রাখেন, এমন ব্যক্তিরা একবাক্যে বলে দেবেন স্মৃতি মান্ধানার নাম। ভারতীয় ক্রিকেটে ১৮ নম্বর জার্সির মাহাত্ম আলাদা। পুরুষদের ক্রিকেটে বিরাট কোহলি ওই জার্সিতে দ্যুতি ছড়ান। আর মহিলাদের ক্রিকেটে কুইন স্মৃতি সেই কাজটা করেন। জার্সি নম্বর এক বলে অবশ্য তাঁদের তুলনাও হয় মাঝে মাঝে। যা একেবারেই অপছন্দের স্মৃতির। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তা নিয়েই বলেছেন স্মৃতি মান্ধানা। টিম ইন্ডিয়ার সুপারস্টার স্মৃতি মান্ধানা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ''বিরাট কোহলি অসাধারণ প্লেয়ার। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য তিনি যা অর্জন করেছেন, তা অতুলনীয়। বিরাট ও আমি ১৮ নম্বর জার্সি পরি বলে ওর সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। আমি এই ধরনের তুলনা একেবারেই পছন্দ করি না।'' বিরাট কোহলির মতো বিশ্বমানের ক্রিকেটারকে শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেরও প্রচুর

ক্রিকেটারও শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে আদর্শ মানেন এমন তরুণ ক্রিকেটারদের ঢল নেমে পড়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটকে কোহলি যা দিয়েছেন, তার ফলে তাঁকে নিয়ে আলোচনা থামার নয়। জাতীয় দলে বিরাট ও স্মৃতির জার্সি নম্বর ১৮ হওয়ার পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে (আইপিএল ও উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে) তাঁদের জার্সি নম্বর এক। বিরাট-স্মৃতির দলও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে এক। তাঁরা দু'জনই আরসিবিতে খেলেন। তাঁদের জনপ্রিয়তাও আকাশছোঁয়া।

ফ্রান্সকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে ফুটবলের সোনা স্পেনের

প্যারিস, ১০ আগস্টঃ নির্ধারিত সময়ে দুই দলের কাউকে আলাদা করা যায়নি। প্রথমার্ধে যোগ্য দল হিসেবে এগিয়ে ছিল স্পেন। দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আয়োজক ফ্রান্স। তবে অতিরিক্ত সময়ে অবশ্য আর সমতা থাকেনি। অতিরিক্ত সময়ে সের্হিও কামেয়োর জোড়া গোলে ৫-৩ গোলের জয় পেয়েছে স্পেন। ১৯৯২ সালের পর অলিম্পিক ফুটবলে সোনার পদক জিতল দলটি। ফ্রান্সের সামনে ছিল ৪০ বছর পর সোনার পদক জেতার সুযোগ। দুর্দান্ত খেললেও আয়োজকেরা সেই সুযোগ নিতে পারেনি। যদিও শুরুটা ফ্রান্স দারুণ করেছিল। পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে ম্যাচের ১১ মিনিটেই এগিয়ে যায় ফরাসিরা। স্প্যানিশ ডিফেন্ডারদের ভুল কাজে লাগিয়ে গোল করেন এনজো মিলো। ম্যাচে ফিরতে খুব বেশি সময় নেয়নি স্পেন। ১৮ মিনিটে গোল করেন দলকে সমতায় ফেরান ফারমিন লোপেজ। এরপর ম্যাচের ২৫ মিনিট ও ২৮ মিনিটে আরও দুটি গোল করে স্পেন। স্পেনের দ্বিতীয় গোলটিও আসে লোপেজের পা থেকে। তৃতীয় গোলটি করেন মিডফিল্ডার আলেক্স বায়েনা। ফ্রি-

কিক থেকে দুর্দান্ত এক গোল করেন এই মিডফিল্ডার। ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে স্পেন। এগিয়ে থাকা স্পেনকে দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক আক্রমণ সামলাতে হয়েছে। ধারাবাহিক আক্রমণের ফল হিসেবে ফ্রান্স দ্বিতীয় গোলটি পায় ম্যাচের ৭৯ মিনিটে। গোল করেন মাঘনঁ আকলিয়ুচে। এরপর যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যান অধিনায়ক জ্যঁ-ফিলিপে মাতেতা। অতিরিক্ত সময়েও দুই দল দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়েছে। তবে ১০০ মিনিট ও ১২০ মিনিটে কামেয়োর গোলে সোনার হাসি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্পেন।

আর্জেন্টিনা-স্পেনের ফিনালিসিমা নিয়ে অনিশ্চয়তা

বুয়েনস আইরেস, ১০ আগস্টঃ ১৯৮৫ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছিল ফিনালিসিমা। এরপর ১৯৯৩ সালে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই ম্যাচ। লম্বা বিরতির পর ২০২২ সালে ফিরিয়ে আনা হয় ফিনালিসিমা। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন নিয়ে আয়োজিত শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি পরেরবার হওয়ার কথা ২০২৫ সালে অর্থাৎ আগামী বছর। কিন্তু সেই ম্যাচটি আদৌ মাঠে গড়াবে কি না, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নের এই ম্যাচ আয়োজন নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন সংবাদকর্মী গাস্তন এদুল। এদুলের দাবি, এখন পর্যন্ত ফিনালিসিমা কবে আয়োজিত হবে, তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। কারণ, ক্রীড়াসূচিতে এখনো উপযুক্ত কোনো তারিখ খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব এবং উয়েফা নেশনস লিগের ঠাসা সূচি ফিনালিসিমার আয়োজনকে শঙ্কার মুখে ফেলে দিয়েছে। ২০২২ সালে উয়েফা এবং কনমেবলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্মতির ভিত্তিতে

নতুন করে চালু করা হয় ফিনালিসিমার রোমাঞ্চকর এই ম্যাচটি। দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নের মধ্যকার খেলা হওয়ায় এই ম্যাচ নিয়ে আকর্ষণও ছিল বেশ। দুই বছর আগের সেই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালি ও দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ওয়েম্বলির সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে ইতালিকে হারিয়ে শিরোপা জেতে আর্জেন্টিনা। এর আগে ১৯৯৩ সালের আসরেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেবার ডেনমার্ককে টাইব্রেকারে হারায় লাতিন দেশটি। এর আগে ১৯৮৫ সালের প্রথম আসরে উরুগুয়েকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ফ্রান্স। এবারের ইউরো ও কোপা শেষ হওয়ার পরই সবার চোখ ছিল ফিনালিসিমার দিকে। যেখানে মুখোমুখি হওয়ার কথা আর্জেন্টিনা ও স্পেনের। এই ম্যাচ দিয়ে প্রতিযোগিতার হ্যাটট্রিক শিরোপা জেতার সুযোগ আছে লিওনেল মেসির দলের। কিন্তু আগামী বছরের ঠাসা সূচিতে ম্যাচটি বাতিল হওয়ার শঙ্কাও থাকছে। সামনের দিনগুলোয় আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনা ব্যস্ত থাকবে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ নিয়ে এবং স্পেনের সামনে আছে উয়েফা নেশনস লিগ ও বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ। ফলে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিরতিতে ফিনালিসিমা আয়োজনের জন্য ফাঁকা দিন পাওয়ার সুযোগ খুব কম। অনিশ্চয়তা থাকার পরও অবশ্য আশা হারাতে চান না ফুটবলপ্রেমীরা। এ ক্ষেত্রে আশাবাদী করে তুলতে পারে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম মুন্দো আলবিসেলেস্তের একটি খবর। তারা জানিয়েছে, আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন চায়, ম্যাচটি বুয়েনস এইরেসে রিভার প্লেটের মাঠ এল মনুমেন্তালে আয়োজন করা হোক। রিভাল প্লেটেরও নাকি তেমনটাই চাওয়া। এখন শেষ পর্যন্ত শঙ্কা তাড়িয়ে এই ম্যাচ মাঠে গড়ায় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com